ছয়াল গণী।

সর্ব্ব উত্তম ? সাবেকী ছাপা ?? আসল ???

আমির সদাগর ও

ভেলুয়া সুন্দরী

শায়েের—মুন্সী মোয়াজ্জম আলী।

প্রকাশক—

প্রিণ্টার—এম, আজিজর রহমান চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
হামিদিয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা, ঢাকা।
তাং ৮—১০—৪৫ ইং।
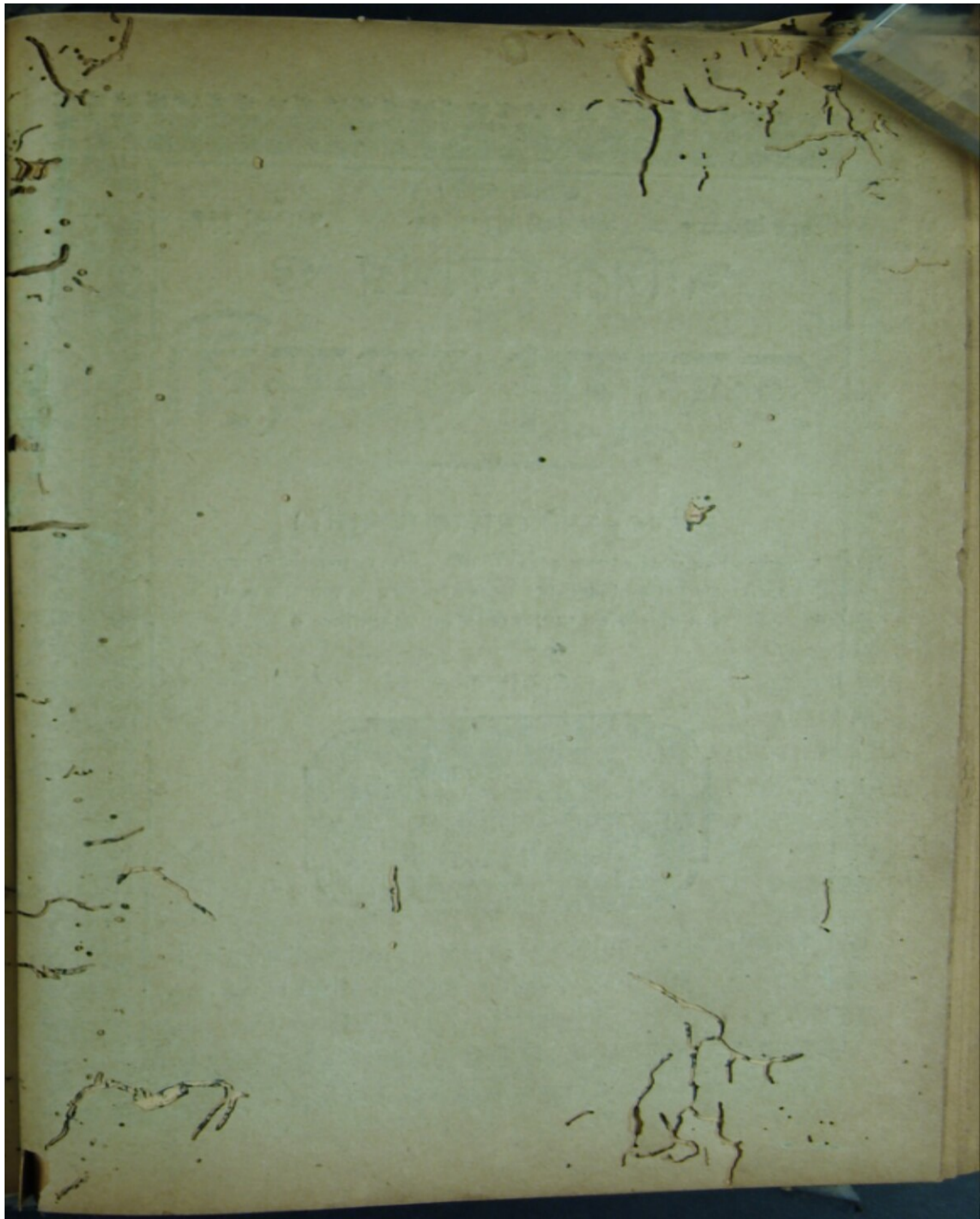
আমির সদাগর ও
ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি।

হামদো না'আত।

বিছমিল্লা আল্লার নাম স্মরিয়া প্রথম ॥ আস্ত মূল্য শির সেইরে শোভিত উত্তম ❀ প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ॥ যেই প্রভু জীব দানেরে স্থাপিল সংসার ❀ সৃজিল পর্ব্বত আদি গিরি সৃজবর ॥ অথাধ সমুদ্র মধ্যেরে তরঙ্গ লহর ❀ সৃজিলেক সপ্ত মহি এ সপ্ত ব্রমাণ্ড ॥ চতুরদিশ ভুবন সৃজিরে করি খণ্ড২ ❀ সৃজিল পাতাল আদি স্বর্গ নরক আর ॥ স্থানে স্থানে নানা বস্তুরে করিল প্রচার ❀ সৃজিলেক আগুণ পবন জলে ক্ষিতি ॥ সৃজিলেক নানা রঙ্গরে করি নানা ভাতি ❀ সৃজিলেক চন্দ্র সূর্য্য দিবা আর রাতি ॥ সৃজিলেক গ্রহ আর রে স্নিগ্ধ কর জ্যোতি ❀ সৃজিলেক শীত গ্রীষ্ম আলো অন্ধকার ॥ করিল মেঘের মধ্যেরে বিদ্যুৎ সঞ্চার ❀ সৃজিল সমুদ্র মৎস্য জল চর কুল ॥ সৃজিল ছিপিতে মুক্তারে রত্ন বহু মুল ❀ দ্বিতীয়ে প্রণাম করি হবিব আল্লার ॥ যে সৃষ্টি বিধিরে করিল প্রচার ❀ ঘুচাইতে আমাদের ভ্রম অন্ধকার ॥ ভেজিল উজ্জল ছবিরে হবিব খোদার ❀ ভক্তি ভরে প্রনামী সে যুগল চরণ ॥ ভেলুয়া সুন্দরী কেচ্ছারে করিব বর্ণন ❀

কেচ্ছা শুরু।

শুনং বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন ॥ ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্ব্বজন ❀ তাহার দেশের নামরে জান তেতৈন্যা নগর ॥ তাহার বাপের নামরে জান রাজা মনুহর ❀ মা জননীর নামরে জান ময়নারে সুন্দরী ॥ সেই ঘরে হইয়াছেরে জন্ম ভেলুয়া সুন্দরী ❀ কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান ॥ দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের প্রাণ ❀ আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী ॥ দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্র কুপের পরী ❀ কাছে গেলে দেখা যায়রে সোনার প্রতিমা ॥ আর সুন্দর লাগেরে ভেলুয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা ❀ আখির উপর ভুরু কন্যার অতি মনোহর ॥ পদ্ম ফুলের মাঝেরে যেমন রসিক ভোমর ❀ ভাল পুষ্প পাইয়ারে ভোমর মধু করে পান ॥ তেকারণে সুন্দর লাগেরে বাকা দু-নয়ন ❀ আখির উপরে কন্যাররে খেচিছে কামান ॥ হেরিলে কারিয়ারে লয় জগতের প্রাণ ❀ চন্দ্র সূর্য্য যিনিরে ভেলুয়ার বদন ❀ কুন্দের কলিকা যিনিরে হস্ত পদের গঠন ❀ সারিং দন্ত গুলি যেন মুকুতা বাহার ॥ হাসির বিজলী চটকের অতি চমৎকার ❀ সিনার উপর দুটিরে কনক কোটরা ॥ মধু লোভে মত্ত হইয়ারে গুঞ্জরে ভোমরা ❀ এক ডালে জোর কমলারে রহিয়াছে ধরিয়া ॥ কোন রসিক ভোমরা নাহিরে মধু খাইতে বইয়া ❀ বারো বচ্ছর হইয়াছেরে ভেলুয়ার তের নাহি পুরে ॥ একাশ্বরী থাকেরে কন্যা জোর মন্দির ঘরে ❀ ভেলুয়ার কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ আমির সাধুর কথারে কিছু শুন দিয়া মন ❀ তাহার বাপের নামরে জান মানিক সদাগর ॥ মা জননীর নামরে জান সোনাই রে সুন্দর ❀ তার দেশের নামরে জান শামলা বন্দর ॥ সেই দেশে হইয়াছেরে জন্ম লাখের আমির সদাগর ❀ রূপে গুণে আমির সাধুর রে কি করি বাখান ॥ দিনেং বাড়ে সাধুরে পুর্ণিমার চান ❀ এক মাস দুই মাস সাধুর বৎসর পূরণ ॥ পাচ বৎসরের দিছেরে সাধুরে পড়িবার কারণ ❀ দিন বাছি দিন পাইয়াছেরে আউয়াল শুক্রবার ॥ পড়িবারে দিছেরে সাধুরে মাদ্রাসা মাঝার ❀ প্রথমে বিছমিল্লারে সাধু পড়ে আলিফ লাম ॥ চৌদ্দ এলেম পূর্ণ সাধু করিছে তামাম ❀ এই মতে আমির সাধুররে বৎসর দশ হইল ॥ শিকার করিতেরে সাধু মনেতে উঠিল ❀ আমির সাধুর বাপের নামরে মানিক সদাগর ॥ তার এক মাঝি ছিলরে নামে গৌরল ধর ❀ তারপরে আমির সাধুরে কি কাজ

করিয়া গৌরল ধর মাঝির বাড়িতে যাইয়া পৌছিল ❀ মাঝি মাঝি বলিরে সাধু যখন দিছে ডাক ॥ গৌরল ধরের বধু, আমিরে দিলেন জওয়াব ❀ কার খাইলাম ধার কর্জ্জরে কার করিলাম চুরি ॥ কেনবা ডাকিলারে আমার স্বামীর নাম ধরি ❀ আমির সাধু উঠিয়ে বলে শুনরে খবর ॥ মানিকধরের পুত্র আমিরে আমির সদাগর ❀ আমিরের নামরে বধু শুনিছে যখন ॥ স্বামীর নিকটেরে খবর দিল ততক্ষণ ❀ যখন শুনিলরে সাধু আমিরের নাম ॥ শীঘ্রকরি আসিরে মাঝি জানাইল ছালাম ❀ কি কারণে ডাকিলারে সাধু বোল যে আমারে ॥ চৌদ্দ কাহণ ডিঙ্গারে মাঝি সাজাই দেও মোরে ❀ তেলৈঙ্গা নগরে যাইমুরে মাঝি শিকার করিতে ॥ শীঘ্র ডিঙ্গা সাজাইরে মাঝি আনিবা সাক্ষাতে এইকথা শুনিরে মাঝি গমন করিল ॥ চৌদ্দ কাহণ ডিঙ্গারে মাঝি সাজাইতে লাগিল ❀ এমন সাজনি সাজায়রে ডিঙ্গা কি করি বাখান ॥ নানান কারিগরীরে করে জাহাজের প্রমাণ ❀ আমির থাকিবে যেই ডিঙ্গার উপরি ॥ সেই ডিঙ্গা এইরূপেরে মাঝি দিল সাজন করি ❀ প্রত্যেক তক্তার গায়েতে মাঝি ভেলুয়ার ছবি থারি ॥ আমিরের ছবি বসাইল সারি সারি ❀

(আমির সাধুর গান—রাগিণী বেহাগ তাল মধ্যমান)

গৃহে রহিব কেমনে, গৃহে রহিব কেমনে ॥
কেমনে তাহার বিনে, ধরিব জীবনে ❀
রহেনা মন গৃহে আর, কি করি উপায় তার,
না পাইলে প্রাণ কান্দে, বাচিনা বাচি কেমনে ॥
কি ক্ষণে তাহারি সনে, দেখা হৈল কু স্বপনে ❀
ভুলি ভুলি করি আমি, ভুলে না এ দুনয়নে ॥
হীন মোয়াজ্জমে ভোনে, কেন সাধু ভাব মনে,
যাই আমি আনি তারে, মেলাইব দুই জনে ❀

(ডিঙ্গা সাজাইবার বয়ান)

প্রথমেতে সাজায়রে ডিঙ্গা নামেতে ফোরকান ॥ সেই ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে কিতাব কোরাণ ❀ দ্বিতীয় সাজায়রে ডিঙ্গা নামে আউল কাউল ॥ সেই ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে ভাল চিকন চাউল ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে লক্ষী ধর ॥ নানান নিষ্ঠা জন্য লৈছেরে আমির সদাগর ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে হাড়ি মুড়ি ॥ সেই

ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে রসমল্লার গুড়ি ❀ তারপরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে
হক চুর ॥ মিস্টা জল ভরি সবরে ডিঙ্গা কৈল পুর ❀ তারপরে সাজায়রে
ডিঙ্গা নামেতে রংমালা ॥ খর্গ আদি অস্ত্র শস্ত্র বাছি লৈছে ভালা ❀ তার
পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামেতে কল্যান ॥ ঝার বন কাটিরে সব করেন্ত
ময়দান ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে হংস মালা ॥ ছয় মাসের
পন্থে থাকিরে দেখা যায় গলা ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে
খৈয়া পেটি ॥ ধনে মালে না ভরিলেরে কাটি ভরে মাটি ❀ তার পরে
সাজায়রে ডিঙ্গা নামে কাঞ্চন মালা ॥ সেই ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে
বারুদ আর গোলা ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামেতে হাঙ্গরা ॥
সেই ডিঙ্গাতে সাজাই লইয়াছেরে সোনার কেমরা ❀ তার পরে
সাজায়রে ডিঙ্গা নামে গুয়াবর ॥ সেই ডিঙ্গাতে ছওার হইতরে মাঝি
কর্ণ ধর ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা শ্যামলা সুন্দর ॥ সেই ডিঙ্গাতে
ছওয়ার হইতরে আমির সদাগর ❀ তারপরে আমির সাধুয়ে কি কাজ
করিল ॥ সৈন্য সেনা লইয়ে সাধু ডিঙ্গাতে উঠিল ❀ সারঙ্গ ছুকানিরে
জান টেণ্ডলের বরাবর ॥ বদর সুমারী তোলেরে জাহাজের লঙ্গর ❀
একদিন দুই দিনেরে জান আল্লার কেরামত ॥ তিন দিনে চলি গেলরে
চৌদ্দ দিনের পথ ❀ সেইস্থানে যাইরে সাধু নিরক্ষিয়া চায় ॥ তেলৈন্যা
নগরের ঘাটরে সাধু দেখিবারে পায় ❀ সেইখানে যাইরে ডিঙ্গা লঙ্গর
করিল ॥ শিকার করিতে সাধু কুলেতে উঠিল ❀ কুলেতে উঠিয়া
সাধুয়ে দৃষ্টি করি চায় ॥ নয় লক্ষ কবুতর দেখিবারে পায় ❀ নয় লক্ষ
কবুতর মাঝেরে এক কবুতর ॥ কলেমা তৈয়ব সদা মুখে পড়ে তার ❀
কলেমা তৈয়ব যদিরে আমির শুনিল ॥ গুলাইল খেচিয়ারে সাধু সে
কবুতর মারিল ❀ গুলাইলের আঘাত খাইরে সোনার কবুতর ॥ উড়িয়া
পড়িল গিয়া ভেলুয়ার গোচর ❀ ধরপর করি পড়েরে ভেলুয়ার বুকের
উপর ॥ মরিলেক বুকের পড়েরে সোনার কবুতর ❀ হাতের মাঝে
লইয়ারে ভেলুয়া কান্দিতে লাগিল ॥ কোন সতীনের পুতরে মোর
কবুতর মারিল ❀ কোন জনে মারিল মোর হাউসের কবুতর ॥ আকাশ
ভাঙ্গি পরুক রে তার মুণ্ডের উপর ❀ জোড়ার কবুতর মোর কোন
জনে মারিল ॥ কোন দুস্টে বিনা দোষে গুলাইল মারিল ❀ কার নষ্ট
নাহি কর্মে মোর কবুতর ॥ কোন দুস্টে গুলি দিল তাহার উপর ❀
বিলাপ করিয়া কান্দে ভেলুয়া সুন্দরী ॥ কান্দন শুনি সাত ভাই আইল

দৌড়াদৌড়ি ✿ ভেলুয়া সুন্দরীর জান সাত ভাই ছিল ॥ কান্দন শুনিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল ✿ শুন২ ওগো বৈনগো বলি যে তোমারে ॥ কি কারণে কান্দ তুমি টাঙ্গির উপরে ✿ ভেলুয়া বলেন শুন২ সাত সহোদর কোন দুস্টে মারিল মোর সর্দ্দার কবুতর ✿ এই কথা সাত ভাই যখনে শুনিল ॥ বারুদের ঘরে যেন আগুণ লাগাইয়া দিল ✿ কহে হেন কেবা আছে তেলৈখ্যা নগরে ॥ তোমার কবুতর মারে রে হেন শক্তি ধরে ✿ গর্জ্জিয়া সে সাত ভাইয়ে ডিঙ্গার কাছে গেল ॥ আমির সাধুরে ডাকিরে কহিতে লাগিল ✿ এতেক দেমাগ তোমার রে মনে নাহি ডর ॥ কি হেতু মারিলা মোর রে ভগ্নির হাউসের কবুতর ✿ গৌরল ধর উঠি বলেরে শুন দিয়া মন ॥ কবুতরের মুল্য দিবরে লাগে যত ধন ✿ সাত ভাইয়ে বলেরে শালা দেখিবারে পাই ॥ কবুতরের মুল্য দিতিরে সেই ধন নাই আমির সাধু উঠি বলেরে না কর বড়াই ॥ তোর দেশে আসিয়াছিরে আমি তোরে না ডরাই ✿ সাত ভাইয়ে বলেরে শালা কর সদাগরী ॥ কবুতরের মুল্যরে লইব শালা গর্দ্দিনা চাই ধরি ✿ আমির সাধু বলেরে তোর বাপে না পারিব ॥ তেলৈখ্যা নগর আমিরে সাগরে ডুবাব ✿ সাত ভাইয়ে ক্রোধ করি বাড়ীতে আসিয়া ॥ সত্তর হাজার সৈন্য লৈছেরে সাজন করিয়া ✿ প্রথমে আসিয়ারে তারা কি কাজ করিল ✿ চৌদ্দ কাহন ডিঙ্গারে সাধু কুলেতে তুলিল ✿

(আমির সাধুর সাতে ভেলুয়ার সাত ভাইয়ের যুদ্ধ)

তারপর আমির কোন কাম করিল ॥ কুলেতে নামিয়ারে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ✿ ক্রোধ করি আমির সাধু লাগিল গর্জ্জিতে ॥ তেলৈখ্যা নগর সহ লাগিল কাঁপিতে ✿ নাকারা টিকারা বাজেরে সানাই কিতোল তেলৈখ্যা নগরে হৈছেরে কান্দনের রোল ✿ সাত ভাইয়ে মারে কামান পুর্ব্ব দিয়া চলে ॥ শতে২ লোক মরে পরী দলে২ ✿ আমির সাধু মারে কামান পশ্চিম দিয়া যায় ॥ কিবা রাত্রি কিবা দিনরে চিনা নাহি যায় তীর গোলা কামান আদি মারে লাখে২ ॥ বসুমতী কম্পে জানরে গোর্জ্জের ধমকে ✿ কামানের আওয়াজ যেন সিংহের গর্জ্জন ॥ দুই দিগে লোক জনে মরে ঘন২ ✿ কেহ বলে আল্লা২ কলেমা পড়ে বইয়া কেহ বলে আল্লার মুলুক যাবে তল হইয়া ✿ কার যায়রে হস্ত কাটারে কার পদ নাই ॥ কত জন মরার মতরে রহিছে লুকাই ✿ যুদ্ধের ধমকে জান কম্পে বসুমতী ॥ আমির সাধু বলেরে আল্লা হবে কোন গতী ✿

মাতা পিতা নাই মোর নাইরে সৈন্যগণ ॥ তেলৈস্যা নগরে আমিরে হইল মরণ ❀ এই রূপে সাত দিনরে গুজারিয়া গেল॥ আমির সাধুর সৈন্য সবরে রণে ভঙ্গ দিল ❀ তার পরে সাত ভাইয়ে আমির সাধু ধরি ॥ হাতে পায়ে দিল জানরে জেলখানায় বেড়ী ❀ ধাক্কার উপরে ধাক্কারে মারে জনে জন ॥ আমির সাধুর দুঃখ দেখিয়ে বিদরে জীবন ❀ অকান্দনে কান্দেরে সাধু চক্ষুর পরে ছানি ॥ কোথায় রৈছ পিতা মোররে দুর্ল্লভ জননী ❀ এইসব দুঃখেরে আমার মা বাপে দেখিত ॥ তেসৈস্যা নগর জানরে সাগরে ডুবাইত ❀ আমির সাধুরে কান্দেরে করি হায়রে হায় ॥ মারি ধরি সাত ভাইয়েরে বাড়ীতে লইয়া যায় ❀ আমির সাধুর দুঃখ দেখি যে কান্দে সর্ব্বজন ॥ মৎস্য আদি জল চররে পশু পক্ষীগণ ❀ মারি ধরি সাত ভাইয়ে বাড়ীতে আনিল ॥ সাত মনি পাথর সাধুর বুকের উপর দিল ❀ পাথরের ভারে আমির সাধুর সিনা চুর ॥ কান্দি২ কয়রে সাধু আল্লার হুজুর ❀ কান্দন শুনিয়ারে জেলুয়ার জননী ॥ লাঠি হাতে লই বুড়িরে চলিছে তখনি ❀ ধীরে২ যাইরে বুড়ি নিরক্ষিয়া চায় ॥ সোনার বরণ তনুরে ভূমিতে গড়ায় ❀ তার কাছে যাই বুড়ি পুছিল খবর ॥ কার পুত্র বাবুরে তোমার কোন দেশে ঘর ❀ সাধু বলেরে বুড়ি শুনরে খবর ॥ মানিক ধরের পুত্র আমিরে আমির সদাগর ❀ আমার মায়ের নামরে জান শোনাইরে সুন্দর ॥ আমার রাজ্যের নামরে শুন শামলা বন্দর ❀ এই কথা শুনিরে বুড়ি কান্দিয়া উঠিল ॥ বুকের পাষাণ ফেলহরে বেড়াইয়া ধরিল ❀ ভৈন পুত্র২ বলিরে বুড়ি বন্দন খুলিয়া ॥ ঘরেতে আসিলরে বুড়ি আমির সাধুরে লইয়া ❀ সাত ভাইরে দেখিরে তারা গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ দুষ্ট সদাগর মায়েরে কি লাগি আনিল ❀ মায়ে বলে শুনরে যাদু আমার বচন ॥ এই বেটা হয় জানরে আমার ভৈনের নন্দন ❀ তোমরা সকলে ভাই শুন মন দিয়া ॥ না চিনিয়া যুদ্ধ করি আনিছ ধরিয়া ❀ আমার ভৈন আছেরে জান শোনাইরে সুন্দর ॥ মায়ে বাপে দিছেরে বিয়া শামলা বন্দর ❀ এই সৈত্য ভৈনেরে সঙ্গেরে করিয়াছি শুন ॥ বেটি হইলে বিয়া দিবরে মোর বেটার স্থান ❀ আমার ঘরে হৈলেরে বেটি বিয়া দিমু দানে ॥ দুই ভৈনের ধর্ম্মের কথারে আল্লাতালা জানে ❀ জেলুয়ার মায়েরে যখন একথা কহিল ॥ সাত ভাইয়ের গোস্বারে সব পানি হৈয়া গেল ❀ সোনার রূপার পানি দিয়ারে গোছল করাইল ॥

তার পরে দাসী সবরে কাপড় আনি দিল ❁ রেশমী কাপড় দিছেরে করিবারে সাজ ॥ মাথায় আনি দিলরে সাধুরে হাজার টাকার তাজ ❁ গায়ে দিল শালের কোট পিন্দনে চিকন ধুতি॥ পায়ের মাঝে দিছেরে আনি ভালা চিনার জুতি ❁ সব লোকে দেখিরে সাধু বলে হায়রে হায়॥ ভেলুয়ার যোগ্য মতরে বিধাতা মিলায় ❁ এইমতে কত দিনরে গুজারিয়া যায়॥ ভেলুয়ার বিয়ার কথারে সকলে চালায় ❁ কেহ বলে সোনা রূপারে কিছু নাহি লইব ॥ কেহ বলে এমন জামাইরে দানে বিয়া দিব ❁ কোন জনে উঠি বলেরে লক্ষ টাকা দিয়া ॥ এমন জামাই না পাইবারে ভেলুয়ার লাগিয়া ❁ আমির সাধুর উপরে জান-সবে রাজি হৈল॥ দিন থেইন বাছি সবেরে তারিখ করিল ❁

(ভেলুয়া ও আমির সাধুর বিবাহ)

শুভ দিন শুভক্ষণে, বহু ধুমধাম সনে, সবে করে বিবাহ আয়োজন জেয়াফত করি তবে, লক্ষে২ নর সবে, করাইল আহার ভোজন ❁ কত স্থান কত মতে, বাদ্য বাজে নানামতে, নাচে কত গনিকা সুন্দরী ॥ মনি মুক্তা অলঙ্কারে, আর রত্ন পাঠম্বরে, সাজাইল ভেলুয়া সুন্দরী ❁ রাজ বেশ পড়াইয়া, রত্ন মুকুট শিরে দিয়া, সাজাইল আমির সদাগর॥ দুলা দুলাইন করি রাজি, আনিয়া সরার কাজি, পড়াইল খোৎবা বিবাহের খোৎবা পড়াইল পরে, বর কন্যা একত্র করে, মিলিলেক যেন রবি শশী চক্ষে২ দেখা হইল, প্রেম আলিঙ্গন দিল, সুখে তথা গুজারিল নিশি ❁

পয়ার ❁ ভেলুয়ার বিয়ারে জান ভাই যদি হইল॥ আমির সাধুর ডিঙ্গাতে সাত ভাইরে তৈয়ার করি দিল ❁ নানা দ্রব্য দিলরে জান টাকা পয়সা ধন॥ ভেলুয়ারে লই দেশে সাধুরে করিল গমন ❁ চপলা চঞ্চলা ডিঙ্গারে হাঙ্কারিয়া যায়॥ এক দিনে আসিরে সাধু শামলা বন্দর পায় ❁ ঘাটের মাঝে আসিরে সাধু মারিছে কামান॥ বিজলী ঠাটার যেনরে ভাঙ্গিল আছমান ❁ কামান শুনিয়ারে সব নদীর কুলে আসি॥ আমির সাধুর দেখিরে সব লোক হৈছে খুসি ❁ মাতাপিতা আসিলরে সাধুর কান্দিয়া২॥ আমির সাধু কান্দন করেরে চরণে পড়িয়া মা বাপের চরণে পড়িরে বহুত কান্দিল ॥ ভেলুয়ারে লইয়া সবে ঘরে চলি গেল ❁ এইরূপে আমির সাধুরে রহে কতদিন॥ আমিরের উপরে আল্লা ফেরায় কুদিন ❁ আমির সাধুর এক ভৈনের নাম বিবলা সুন্দরী বিবা নাহি হয়েরে জানরে আছে একাশ্বরী ❁ রূপে গুণে বিবলার তিতি

চমৎকার ॥ দিবানিশি ঘরে বসিরে ভাবে করতার ❀ খাশুড়ী ননদী জানরে যার ঘরে আছে ॥ কোনমতে সুখ নাইরে সেই বধুর কাছে ❀ তারপরে কি হইলরে শুন গুনিগণ ॥ আমির সাধুর মায়ে ভৈনে করেন্ত গর্জ্জন ❀ আমির সাধুর ভৈনে বলেন শুন সাধু ভাই ॥ সব কথা পাসরিয়ারে ভেলুয়ারে পাই ❀ বধু লই থাকরে সাধু ভাই পালঙ্গে বসিয়া ॥ নানান খুসি কররে সাধু ভেলুয়ারে লইয়া ❀ ঘাটে রৈছে ঘাটের ডিঙ্গারে সাধু ভাই নষ্ট হৈয়া যায় ॥ দাড়ি মাঝি যত আছেরে তাহা বৈয়া মাহিনা খায় ❀ তারপরে মা জননীরে বলে আমির সদাগর ঘরে আসি রৈলা বসিরে ভেলুয়ার গোচর ❀ হাওলার পুত্র নহেরে সাধু হাল চাষি খাইতা ॥ জাল্যার ছেলে নহেরে তুমি জাল যে বসাইতা ॥ সুন্দর বধু পাইয়ারে সাধু বানিজ্য পাসরিলা ॥ সদাগরের পুত্র হই ঘরে বসি রৈলা ❀ এইকথা শুনরে আমির সাধু কহিতে লাগিল ॥ মাতা ভগ্নি কাছে আমির সাধু জবাব ভালা দিল ❀ লজ্জা নাহি দিবারে মাতা ভগ্নি কহি বারে২ ॥ আমি কালি চলি যাইমুরে বানিজ্য কামাই-বারে ❀ একথা কহিয়া সাধুরে ভেলুয়ার কাছে যাই ॥ বানিজ্যে কথা পাসরিলরে সুন্দর কন্যা পাই ❀ ফজরে উঠিয়ারে বিবলা নিরক্ষিয়া চায় ॥ হাতে সাধু ভেলুয়ার পানের খিলি খায় ❀ এইমত দেখিয়া বিবলার বাড়িল বিদ্বেশ ॥ আপনে ছিড়িয়া ফেলেরে আপন মাথার কেশ আমির সাধু বলেরে ভৈন খোদার কছম লাগে ॥ উজানী নগরে যাই-মুরে কালি ফজরের আগে ❀ এইকথা কহিরে সাধু ভেলুয়ার দিগে চায় ॥ সুন্দর মুখ দেখিরে সাধু বানিজ্য পাসরিয়া যায় ❀ তার পরে ফজরেতে সাধুরে দেখিয়া ॥ গালাগালি করে বিবলা বহুত গর্জ্জিয়া ❀ বধুর ভাতুয়ারে ভাই মোর ভারুয়া আওরতে ॥ সুন্দর কন্যা পাইয়ারে বসি রহিছ ঘরেতে ❀ এই কথা শুনিরে আমির সাধু ভেলুয়ারে কয় ॥ বানিজ্য কামাইবারে যাইমুরে কহিলাম নিশ্চয় ❀ মোর কপালে নাহি তোমার রূপরে চাহিতাম বসিয়া ॥ মা ভগ্নির কটুর কথায় আমার ফাটি যায় হিয়া ❀ মা বাপের কথায়রে আমি শিরে তুলি লইলুম ॥ বিবলার কথায়রে সুন্দর কন্যা ঘরের বাহির হইলুম ❀ এই কথা সুন্দর কন্যা শুনিল যখন ॥ আমির সাধুর পায়ে পড়ি জুড়িল কান্দন ❀

(আমির সাধুর বানিজ্যের কথা শুনিয়া ভেলুয়ার বিলাপ)

বানিজ্যের কথা শুনিরে ভেলুয়া কান্দিয়া উঠিল ॥ না যাইও২ রে

বলিরে সুন্দর কন্যা. চরণে পাড়ল ❀ না যাইওং রে সাধু বোল্লাম
তোমারে ॥ হাতের বাজু বেচিরে সাধু খাবাম্ তোমারে ❀ না যাইওরেং
সাধু কহি বার বার ॥ তোমারে বেচিয়া খাবাম্ সপ্ত বড়ির হার ❀
না যাইওং রে সাধু আমি করি মানা ॥ তোমারে বেচিয়ারে খাবাম্.
গলার সোনার দানা ❀ না যাইওং সাধু মোর প্রাণ ধন ॥ তোমারে
বেচিয়ারে খাবাম্ হস্তের কাঙ্গন ❀ না যাইওং রে সাধু আমার আমকের
পাগল ॥ তোমারে খাবাম্ বেচি কানের ছিকল ❀ না যাইওং রে সাধু
মোর জীবনের ধর ॥ তোমারে খাবাম্ বেচি সোনার চাদর ❀ না যাইওং
রে সাধু তোমার পায়ে ধরি ॥ তোমারে খাবাম্ বেচি পিন্দনের শাড়ী
না যাইওং রে সাধু আমারে ফেলিয়া ॥ ঘরেং মাঙ্গি খাবাম্ তোমারে
লইয়া ❀ না যাইওং রে সাধু আমি তোমায় বলি ॥ তোমারে খাবাম্
বেচি গলার হাছুলী ❀ না যাইওং রে সাধু শুন সমাচার ॥ তোমারে
খাবাম্ বেচি অস্ট অলঙ্কার ❀ তুমি মোর প্রাণ ধন জীবের জীবন ॥
মোরে ফেলি বানিজ্যেতে না যাইও কখন ❀ তুমি যদি চলে যাও
আমাকে ফেলিয়া ॥ তোমারে না দেখি আমি মরিব কান্দিয়া ❀ দুর
দেশে যাবে তুমি বানিজ্য করিতে ॥ আমাকে শুপিয়া তুমি যাবে কার
হাতে ❀ শাশুড়ী ননদী ঘরে অগ্নি বরাবর ॥ জালাইয়া মারিবে মোরে
কাঠের আকার ❀ এইমত ভেলুয়ায় অনেক কান্দিল ॥ বিবলার কথায়
সাধু ব্যাকুল হইল ❀ তারপরে আমির সাধুরে কি কাজ করিল ॥ মা
জননীর কাছেরে সাধু যাইয়া পৌছিল ❀ মাওং বোল মোর শুগো
মাগো মুই ॥ বোল্লাম তোমারে বিদায় দেহ যাই মাগো বানিজ্য. কামাই
ঘরে আছে সুন্দর ভেলুয়ারে মা যতনে চাহিবা ॥ কোন অপরাধ
কৈলেত্যরে আপনে ক্ষেমিবা ❀ না দিও গোবর ফেলিতে কন্যার গায়ে
দাগ লাগিবে ॥ নাদিও উঠান কুয়াইতেরে কন্যার পায়ে ধুল পড়িবে ❀
মরিচ বাটিতে না দিওরে ভেলুয়ার হাত যে জলিবে ॥ না দিও পানি
আনিতেরে কন্যার পায়ে বেথা হইবে ❀ তার পরে আমির সাধুরে
করিছে গমন ॥ বাপের নিকটে যাইরে দিছে দরশন ❀ শুনং পিতা
মোর শুন নিবেদন ॥ কালুকা বানিজ্য আমি করিব গমন ❀ সেবিতে
না পারিতাম মা বাপের চরণ ॥ বানিজ্য যাইতে ছিল অদৃস্টের লিখন
পিতার চরণে মোর এই নিবেদন ॥ ভেলুয়ারে জানিবা তোমার

ভেলুয়া

দুহিতার মতন ❀ একথা কহিরে সাধু করিছে গমন ॥ গৌরল ধরের বাড়ী যাইয়ারে দিছে দরশন ❀ গৌরল ধর২ বলিরে যখন ডাকিল ॥ ঘরে থাকি গৌরল ধর জওয়াব ভালা দিল ❀ তার পরে গৌরল ধরে নিরক্ষিয়া চায় ॥ আমির সাধু দেখিয়ে তবে বলে হায়রে হায় ❀ শীঘ্র গতি চলি গেলরে আমির গোচর ॥ যাইয়া ছালাম করি পুছিল খবর আমির সাধু বলে শুনরে কহি যে তোমারে ॥ কালুকা ফজরে যাইমুরে উজানি নগরে ❀ এইকথা কহিরে আমির সাধু করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার কাছেরে যাই দিছে দরশন ❀ শুন শুন সুন্দরী ভেলুয়া কহি যে তোমারে ॥ হাসি মুখে বিদায় দেওরে বানিজ্য যাইবারে ❀ বিধির নির্ব্বন্ধ আমিরে কি রূপে খণ্ডাই ॥ তোমার সঙ্গে বসিতে সুখে মোর কপালে নাই ❀ কিন্তু এক আসা মনে রহিল আমার ॥ তোমার হাতের রন্ধন কন্যা না খাইলাম আর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে সাধু কহি যে তোমারে ॥ কোথায় পামু ডাইল চাইল বলরে আমারে ❀ বিবা করি আনিয়াছরে মোরে সাত দিন হইল ॥ শাশুড়ী ননদী মোরে রন্ধনে না দিল ❀ তার পরে সুন্দর কন্যা কি কাজ করিল ॥ বিবার দিনের কুলার চাউল সব বাছিয়া লইল ❀ বাগানেতে যাইতে সাধু নিরক্ষিয়া চায় ॥ খোরমা আর খেজুর সব দেখিবারে পায় ❀ বাদাম কিচমিচ আর ডাব নারিকেলের জল ॥ একে২ নানান দ্রব্যরে লইছে সকল ❀ সেই তৈয়ার করিবে বদনা এক আনি ॥ আর মাঝে রাখে জানরে ডাব নারিকলের পানি ❀ তার পরে ভেলুয়ার রে চুলা এক করি ॥ খিরিসা রান্ধিল জানরে ভেলুয়া সুন্দরী ❀ বাসনেতে করিয়ে ভেলুয়া খিরিসা আনিল ॥ আমির সাধু দেখিয়ে তবে বলিতে লাগিল ❀ আমির সাধু বলেরে কন্যা কহি যে তোমারে ॥ কিবা করিয়াছরে রন্ধন আনরে হুজুরে তবে নাকি ভেলুয়ায় ছামনে আনিল ॥ একত্রে বসিয়ারে খানা দুইজনে খাইল ❀ খানা খাই দুইজনে খোসালিত মন ॥ হাত ছাফ করাইয়ারে ভেলুয়া দিছে তত্তেক্ষণ ❀ তারপর ভেলুয়ায় তামাক সাজাইল ॥ আগুন আনিতেরে সাধু হুকুম করিল ❀ না পারিমু বলিরে যখন ভেলুয়ায় কহিল ॥ হোক্কা নলের বারি সাধু খেচিয়া মারিল ❀ নলের বারি খাইয়ারে ভেলুয়া বেহুশ হইয়া ॥ পালঙ্কের উপরে জানরে রহিছে শুইয়া ❀ বেহুশে রাখিয়ারে সাধুয়ে ফজরে উঠিয়া ॥ ডিঙ্গার মাঝে চলি গেলরে আল্লাকে ভাবিয়া ❀ তার পরে আমির সাধু ডিঙ্গাতে

উঠিল ॥ ছাড়২ বলিয়ে সাধু কহিতে লাগিল ❀ গৌরল ধর মাঝিরে বলেরে আমির সদাগর ॥ কিং সারা দিছেরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর আমির সাধু বলেরে মাঝি কোন সাধ নাই ॥ ডিঙ্গা ছাড়ি দেওরে মাঝি বানিজ্যেতে যাই ❀ মাঝি উঠিয়া বলেরে নাথের আমির সদাগর ॥ বেজার করিয়াছ বুঝিরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ ভেলুয়ার হাতে. বুঝি না দিছে পান ফুল ॥ তেকারণে সকলের দিশা হবে ভুল ❀ এই কথা শুনিরে আমির সাধু কিছু না কহিল ॥ দাড়ি মাঝি লইয়ারে সাধু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল ❀ সারঙ্গ ছুকানী জানরে টেণ্ডলের বলাবল ॥ বদর সুমারা তোলেরে জাহাজের লঙ্গর ❀ সারা রাতি চালায় ডিঙ্গারে আমির সাধু করি বলাবলি ॥ হীন মোয়াজ্জমে কহেরে ঘাটে আইল চলি ❀ ফজরে উঠিয়া দাড়ি মাঝি দৃষ্টি করি চায় ॥ দিশা ভুল হৈয়া তারা চিহ্ন নাহি পায় ❀ ডাকাডাকি করিয়ে দাড়ি মাঝি জিজ্ঞাসা করিল ॥ কোন দেঁশে আইলামরে মা বৈন আমারে বল ❀ স্ত্রীরে ডাকেরে মায়ের মায়ে ডাকে নানী ॥ কোন দেশে আসিলামরে কহ তবে শুনি ❀ এই কথা শুনিরে বধু সব হাসে খল২ ॥ আমির সাধুর দাড়ি মাঝি তারা হইছে পাগল ❀ গৌরল ধর বলেরে আমার আমির সদাগর ॥ ঘাটের ডিঙ্গা ঘাটে আইলয়ে শুনরে খবর ❀ এইকথা শুনিরে আমির নিরক্ষিয়া চায় ॥ ঘাটের মাঝে দেখিরে কন্যা বহুত লজ্জা পায় গৌরলধর মাঝিরে বলেরে কহি যে তোমারে ॥ ভেলুয়ার সারা আনরে সাধু ডিঙ্গার মাঝারে ❀ এইকথা শুনিরে আমির সাধু করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার কাছে যাইরে দিচ্ছে দরশন ❀ ভেলুয়ায় দেখিরে সাধুয়ে হাসিতে লাগিল ॥ কত টাকা লাভ পাইয়াছরে আমার কাছে.বল ❀ আমির সাধু বলেরে সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে ॥ হাসি মুখে বিদায় দেওরে বানিজ্য কামাইবারে❀এইকথা শুনিরে ভেলুয়া হাসিতে লাগিল ॥ পান গুয়া দিয়ারে সাধুরে বিদায় করিল ❀ আমির সাধু বলেরে আমার গৌরল ধর মাঝি ॥ শীঘ্র করি ডিঙ্গা ছাড়রে ভেলুয়ায় করেছি রাজি ❀ সারঙ্গ ছুকানির টেণ্ডলের বলাবল ॥ বদর সুমারী তোলেরে জাহাজের লঙ্গর ❀ ছাড়২ বলিরে ডিঙ্গা যখন দিছেরে ছাড়ি ছয় মাস থাকি শুনা যায়রে পারে কড়মড়ি ❀ এমন চালান চালায়রে ডিঙ্গা আল্লার কেরামত ॥ এক ঘণ্টায় চলি যায়রে তিন দিনের পথ ❀ ঘরে থাকি ভেলুয়ায় কি কাজ করিল ॥ আমির সাধু না দেখিরে

ভেলুয়ায় কান্দিয়া উঠিল ❀ বিবা করি সাত দিনরে সাধু ঘরে না রহিলা ॥ আমারে ছাড়িয়ারে সাধু বানিজ্যেতে গেলা ❀ কোন দেশে গেলারে সাধু না দেখিলা মুখ ॥ অভাগিনী মনেতে সাধু রহিছে এই দুঃখ ❀ আমারে ছাড়িয়ারে গেলারে মাছলী বন্দর ॥ মলিন না হৈছেরে আমার হৈলদের চাদর ❀ অকান্দনে কান্দেন ভেলুয়া পালঙ্গে বসিয়া দেখা দেও প্রাণের সাধুরে আমারে আনিয়া ❀ হাজার টাকার সিন্নি দিমুরে আল্লাতালার নামে ॥ আর হাজার টাকার সিন্নি দিমুরে ফেরেস্তার নামে ❀ আর হাজার টাকার দিমুরে গাজি কালুর নামে ॥ আমির সাধু আনি দেওরে আমার মোকামে ❀ কালুসা উঠিয়া বলেরে গাজি ভাই ফকির ॥ ভেলুয়ার সিন্নি খাওয়া করিয়া সিগ্যির ❀ তোমার নামে ভেলুয়ারে ও ভাই সিন্নি মানসা করে ॥ না খাওাইলে সিন্নিরে গদা মারিমু মাথার উপরে ❀ গদার কথা শুনিরে গাজি ফকির মনেতে ডরিয়া ॥ বিহঙ্গম পক্ষীরে আনরে ডাক ভালা দিয়া ❀ ডাক শুনি বিহঙ্গম পক্ষী শীঘ্র চলি আইল ॥ কি কারণে ডাকরে বাবু আমার কাছে বল গাজিয়ে উঠিয়া বলেরে পক্ষী শুনরে খবর ॥ আমির সাধু লই যাওরে ভেলুয়ার গোচর ❀ তারপরে কই পক্ষীরে শুন সমাচার ॥ রাইতে আনি দিবারে সাধুর ডিঙ্গার মাঝার ❀ এই কথা শুনিরে পাখী করিল গমন ॥ আমির সাধুর কাছেরে আসি দিছেরে দরশন ❀ পাখীরে যাইয়ারে বলে সাধু শুন সমাচার ॥ সিন্নি মানসা করিয়াছে ভেলুয়ায় তোমার রাইতে২ দেখা কর ভেলুয়ার সাতে ॥ ফজরে আনিয়া দিমুরে আপনার ডিঙ্গাতে ❀ আমির সাধু বলেরে পাখী কিরূপে যাইব ॥ পাখীরে বলেছরে সাধু পীঠে করি নিব ❀ এক ডাক দুই ডাকেরে সাধু দিমু তিন ডাক ॥ তিন ডাকে চলিয়া আসিবা আমার সাক্ষাত ❀ তিন ডাকের মধ্যেরে যদি না আসিবা তুমি ॥ তোমারে রাখিয়ারে সাধু চলি যাইমু আমি ❀ এই কথা শুনিরে আমার সাধু ছওার যে হইল ॥ পলকের ভিতরে তারে ভেলুয়ার কাছে নিল ❀ ভেলুয়া২ বলিরে সাধু যখন দিছে ডাক ॥ কোঠার ভিতরে থাকিরে ভেলুয়া দিলেন্ত জওাব ❀ কেবা আসি ডাকরে মোর নিজ নাম ধরি ॥ কার নাতী কার পতীরে আমি চিনিতে না পারি ❀ আমির সাধু উঠি বলেরে কন্যা না চিনিলা মোরে পঞ্চকুলে বিবা করি আনেছি তোমারে ❀ মানিক হরের পুতরে আমি আমির সদাগর ॥ নিসঙ্কে খোলহ দ্বার নাহি ভাব ডর ❀ ভেলুয়ায়

উঠিয়ে বলে মিথ্যা বল তুমি ॥ বানিজ্যেতে গেছেরে মোর দুল্লভ সোয়ামী ❀ তুমি যদি হবে স্বামী চিহ্ন দেহ মোরে ॥ হীরার অঙ্গুরী আছেরে মোর স্বামীর হস্তের উপর ❀ সেই অঙ্গুরী দেওরে সাধু কোঠার মাঝার ॥ তবে সে খুলিবরে আমি কোঠার কেওয়ার ❀ হীরার অঙ্গুরীরে সাধু কোঠার মাঝে দিল ॥ অঙ্গুরী পাইরে ভেলুয়ায় দরজা খুলিল ❀ কোঠার মাঝে গেলরে জান আমির সদাগর ॥ সাধুর বৈঠক দিলরে পালঙ্গের উপর ❀ ভেলুয়ারে দেখিয়ে তবে মন শান্ত হইল ॥ চরণে পড়িয়ারে ভেলুয়া ছালাম করিল ❀ আমির সাধু উঠিরে বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ॥ রাইতে২ চলি যাইমুরে ডিঙ্গার উপর ❀ এই কথা শুনিয়ে ভেলুয়া খানা খাওাইল ॥ তারপরে দোন জনে শয়ন করিল কামেতে বিভোর হৈছেরে তারা দুই জন ॥ তার পরে নিদ্রা গেলরে হৈয়া অচেতন ❀ হেন কালে বিহঙ্গমা তিন ডাক দিল ॥ ডাক শুনি আমির সাধুয়ে দৌড় ভালা দিল ❀ তাড়াতাড়ি চলি গেলরে পক্ষী ডাক শুনি ॥ ভেলুয়ার কোঠার কেওয়ার রে না বান্ধিছে পুনি ❀ ভেলুয়া সুন্দরী ছিল নিদ্রায় কাতর ॥ আমির সাধু যাইবার কালেরে না পাইছে খবর ❀ আমির সাধু লইরে পক্ষী করিছে গমন ॥ ডিঙ্গায়ে রাখিল গিয়ারে সাধু মহাজন ❀ আমির সাধুর কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ ভেলুয়ার কথারে কিছু শুন দিয়া মন ❀ ভেলুয়া সুন্দরী জানরে নিদ্রা মাঝে ছিল ॥ ফজরে উটিয়ারে বিবলায় নিরক্ষিয়া চাহিল ❀ কেওয়ার খোলা দেখিয়ে বিবলায় কহে হায়রে হায় ॥ মা বাপেরে বোলাই আনিয়ে সবাকে দেখায় ❀ বানিজ্যেতে গেল ভাই মোর সাতদিন হৈল সুন্দর সতী ভেলুয়ারে কোন রসিকে পাইল ❀ সারা রাত্র মজা করে রসিক বন্ধু পাই ॥ সেকারণে ভেলুয়ার হোশ পোশ নাই ❀ তার পরে ভেলুয়া চেতন পাইয়া ॥ কান্দিয়া উঠিয়ে সতী কন্যা একথা শুনিয়া ❀ কোরাণ দিও কেতাব দেওরে আমি খোদার ঘর ছুই ॥ এক স্বামী বিনেরে আমি আর না জানুম দুই ❀ ভেলুয়ায় বলেরে তোমরা শুন সর্ব্বজন ॥ রাত্রি কালেরে আমি ছিলরে আমার প্রাণধন ❀ এই কথা শুনিয়ারে সবে হাসিয়া উঠিল ॥ ডিঙ্গা লই আমির সাধুরে কিরূপে আসিল ❀ কেহ না করিল বিশ্বাসরে একথা শুনিয়া ॥ ঘরের বাহির করিলরে তারা সকলে মিলিয়া ❀ কেহ বলে ভেলুয়ারে নানান শাস্তি কর ॥ কোনজনে বলেরে গলে দড়ী দিয়া মার ❀ কেহ২ বলে মারি [illegible]

যেই দেশে নাই সাক্ষী ॥ বিবলায় বলেরে আমি দাসী বানাই রাখি ❁ গোবর ফেলিতে যাওরে ভেলুয়া গোয়াইলের ভিতর ॥ উঠান কুড়াই খাইবারে দুষ্ট ভেলুয়া শামলা বন্দর ❁ কান্দিতে কান্দিতেরে ভেলুয়া গোয়াইল ঘরে গেল ॥ হাজার গরুর গোবর রে ভেলুয়ায় ফেলাইতে লাগিল ❁ গরুর উপরে ভেলুয়ায় সাপ দিল জান ॥ যেই গরু যেখানে গেলরে রয়ে সেই স্থান ❁ এক সাপ কানি জমিনের উঠানের ভেলুয়ায় কুড়াইতে লাগিল ॥ সারে তিন সের মরিচরে তার পরে বাটিবার দিল ❁ অকান্দনে কান্দেরে ভেলুয়ারে মরিচ দেখিয়া ॥ সারে তিন সের মরিচ বাটেরে ভেলুয়ায় চক্ষের পানী দিয়া ❁ তার পরে হুকুম করে রে ভেলুয়ার ঠাই ॥ কলশী ভরিয়া আনরে ভেলুয়া যমুনাতে যাই এইকথা শুনিরে ভেলুয়া উঠিছে কান্দিয়া ॥ কার সাতে যাইমুরে আমি পানীর লাগিয়া❁পানীর কলশীরে ভেলুয়ার ফেলাইল লইয়া ॥ কান্দি২ গেলরে সুন্দর কন্যা জলের লাগিয়া ❁ ভেলুয়ার আগে২ রে বিবলায় কোন কাজ করে॥ ভেলুয়ার সঙ্গে যাইতেরে মানা করে ঘরে২ ❁ কলশী লইয়ারে ভেলুয়ায় আস্তে২ যায়॥ প্রতি ঘরে যাইরে পুতের বধু ডাকি২ চায় ❁ এক বধু বলেরে আমি যাইতে না পারি ॥ আর বধু বলেরে আমার কাম আছে ভারী ❁ কোন বধু বলেরে আমার পানী আছে ঘরে আর কেহ বলেরে আমার কাইল বেথা করে ❁ একাশ্বরী হইবে সুন্দর কন্যা কান্দিয়া২ ॥ যমুনার ঘাটে গেছেরে জলের লাগিয়া ❁ যমুনা দেখিয়ারে সুন্দর কন্যা কান্দিয়া উঠিল ॥ আমারে ছাড়িয়ারে সাধু বুঝি এই পন্থে গেল ❁

(ভেলুয়ার বিলাপ)

কোন দেশে গেলরে সাধু সঙ্গে নেও মোরে॥ পানীর কলশী ভরিয়া কিমতে যাইমু ঘরে ❁ মা বাপের ঘরে আমিরে জল নাহি আনি ॥ শুনে না বুঝিব দুঃখরে আমার নাহিক জননী ❁ বানিজ্যেতে গেলরে সাধুরে মোরে করি একাশ্বরী ॥ শাশুড়ী ননদী মোর রে হৈল কাল বড়ী সাত ভাইয়ের ভগ্নি আমিরে মাটিতে নাপরে পাও॥ সোনালী পোষাকে গায়ের ঢাকি রাখছে গাও ❁ বাপে শত দাসী দিছেরে মোর সেবার কারণ ॥ বিবলার দাসী হৈতামরে ছিল নির্ব্বন্ধের লিখন ❁ যে শরীর ছিল মোর রে পালঙ্ক উপরে ॥ শরীরে গেলাম আজিরে গোয়াইলের ঘরে❁ ধুলা বালু যে শরীরে না লাগিল কখন॥ গোবর লাগিল আজিরে

সর বদনে বদন ❀ চন্দ্র সুর্য্য যেই অঙ্গরে না দেখিছে কখন ॥ ননদী পাঠাইল আজি জলের কারণ ❀ কোথা গেলা আমির সাধুরে আসি দেখ শীঘ্রকরি ॥ জলের জন্য যমুনায় আইছেরে তোমার ভেলুয়া সুন্দরী এ রূপে বিলাপী ভেলুয়ারে বহুত কান্দিল ॥ কলশী লইয়া পরে রে জলেতে নামিল ❀ কলশী ভরিয়া কন্যা রাখিল কুলেতে ॥ জলেতে প্রবেশিল ভেলুয়া গোছল করিতে ❀ কতেক কহিরে ভেলুয়ার চুলের বাখান ॥ মাথা ভরা চুল জানরে পায়ের সমান ❀ চুলের ভারেতে ভেলুয়া উঠিতে নাপারে ॥ পানীয়ে ধরিয়া টানরে যমুনার ধারে ❀ হেনকালে ভেলুয়ারে ডাকিতে লাগিল ॥ ভেলুয়ার ডাক শুনিরে পোলা কত হাজির হইল ❀ কি কারণে ডাকরে সুন্দর ভেলুয়া বল সে খবর ॥ আমারে টানিয়া তুল বাবু কুলের উপর ❀ আমার সাধু আসিলেরে শুন কই পোলা ॥ আম জাম দিমুরে জান আর কেলা মুলা ❀ এইকথা শুনিরে পোলা কি কাজ করিল ॥ গাছের ডাইল আনিরে ভেলুয়ারে টানিয়া তুলিল ❀ কুলেতে উঠিল জান ভেলুয়া সুন্দরী ॥ চুল শুখা-ইবার বৈসেরে কন্যা হইয়া একাশ্বরী ❀

(ভেলুয়ারে লুটিনিবার বয়ান)

ভেলুয়ার কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ ভোলা সদাগরের কথারে শুন গুনিগণ ❀ ভোলা গিয়াছিলরে জান মাছলী বন্দর ॥ সদাগরী করিরে ভোলা ফিরে আইসে ঘর ❀ হাট ঘাট নালা নদীরে সব আইল বহিয়া ॥ আমির সাধুর ঘাটেরে ডিঙ্গা উতরিল গিয়া ❀ সেই ঘাটে আসিরে ভোলা দৃষ্টি করি চায় ॥ আকাশের চন্দ্র যেনরে ঘাটে দেখা যায় ❀ এক চন্দ্র উঠে জানিরে পুর্ব্ব পশ্চিম ধারে ॥ আজ কেন দেখিরে চন্দ্র দরিয়ার কিনারে ❀ আমির সাধুর ঘাটেরে ভোলা লঙ্গর ডালিল কুলেতে উঠিল ভোলারে করে বলাবল ❀ তার পরে ভোলা সাধুরে করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার কাছেতে ভোলা দিছে দরশন ❀ সেই স্থানে যাইরে ভোলা দৃষ্টি করি চায় ॥ স্বর্গ বিদ্যা হুর কিবারে ভোলা দেখি-বারে পায় ❀ ভেলুয়ার নিকটেরে ভোলা পুছিল খবর ॥ কার বেটি কার বধুরে তোমার কোন দেশে ঘর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে শুন সেই খবর ॥ মোর স্বামীর নাম জানরে আমির সদাগর ❀ আমার বাপের রাজ্যের জান তেলৈনা নগর ॥ বাবাজীর নামরে জান রাজা মনোহর ❀ মা জননীর নামরে জান নয়নারে সুন্দরী ॥ আমি অভাগিনীর নামরে জান

ভেলুয়া সুন্দরী ❀ একে২ তোমার কাছেরে আমি কহিলাম খবর ॥
মায়ে বাপে দিছেরে বিবাহ মোর শামলা বন্দর ❀ এই কথা শুনিয়ারে
ভোলা বলিল তখন ॥ দেখিলাম আমির সাধুরে হইছে মরণ ❀ তার
পরেঃকি হইলরে শুনরে খবর ॥ সবে মিলি দিলাম মাটিরে সাধুরে
মাছলী বন্দর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে আমি জানি সেই খবর ॥ মলিন
হইতরে আমার শিরের শিন্দুর ❀ ভোলা উঠি বলেরে সুন্দর কন্যা
শুনরে খবর ॥ তোমারে লুটিয়া নিবরে আমি কট্টালি নগর ❀ এইকথা
শুনিয়ে কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥ চক্ষের পানি পড়িয়ে ভেলুয়ার বুক
ভিজি গেল ❀ নানান বিলাপ করি ভেলুয়া জুড়িয়ে কান্দন ॥ কোথায়
রৈল আমার সাধুরে আমার প্রাণধন ❀ এইমতে মোর সাধুরে খবর
শুনিত ॥ ভোলা সদাগরে ডিঙ্গারে সাগরে ডুবাইত ❀ জলের কারনেরে
বিবলায় যমুনায় পাঠাইল ❀ দুষ্ট ভোলা পাইয়ারে সাধু মোরে লুটি
নিল ❀ রাত্রিকালে আসিয়ে সাধু আমার নিকট ॥ কেওয়ার খোলা
রাখিয়ে সাধু ফেলাইছ সঙ্কট ❀ বহুত কান্দিয়ারে কন্যা ব্যাকুল হইল
আঙ্গুলেতে ধরিয়ে ভোলা ডিঙ্গাতে তুলিল ❀ ভেলুয়ায় লইয়ে ভোলা
করিল গমন ॥ সাগরের মাঝেরে ভোলা গেল ততক্ষণ ❀ ভেলুয়ারে
দেখি তবে ভোলা সদাগর ॥ আস্তে২ গেলরে দুষ্ট কন্যার গোচর ❀
ভেলুয়া দেখিয়ে তারে করে দিল মানা ॥ না শুনিলে আমার কথারে
তোমার চক্ষু হবে কানা ❀ এইকথা শুনিয়ে ভোলা হাসি২ যায় ॥ ভেলু-
য়ার সঙ্গেরে ভোলা ঠাট্টা করিতে চায় ❀ ভেলুয়ায় বলেরে দুষ্ট একি
চমৎকার ॥ মস্কারী করিতে চাহেরে সঙ্গেতে আমার ❀ বারে২ মানা
কৈলামরে মানা না শুনিল মোর ॥ দোন চক্ষু কানা হৌকরে ডিঙ্গার
উপর তোর ❀ ভেলুয়ায় সতী ছিলরে শুন গুনিগণ ॥ সেকারণে কানা
হইলরে ভোলার দু-নয়ন ❀ ঘুড়ি২ পড়ে ভোলারে চক্ষে নাহি দেখে ॥
দাড়ি-মাঝি বলিয়ে ভোলা আস্তে২ ডাকে ❀ দাড়ি মাঝি দেখিয়ে তারা
বলে একি চমৎকার ॥ জৈক্ষ ভুত তুলিয়ে লইছে বুঝি ডিঙ্গার মাঝার ❀
মোরা যুত দাড়ি মাঝিরে ভেলুয়ায় অন্ধ করি দিব ॥ জনে২ ধরিয়ে সুন্দর
কন্যা বসি২ খাইব ❀ এইকথা কহিয়ে সব ভেলুয়ার কাছে গেল ॥ মা
জননী ডাকিয়ে দাড়ি মাঝি কহিতে লাগিল ❀ শুন২ মাওরে শুন মন
দিয়া ॥ ভাল করি দেওরে চক্ষু ভোলার লাগিয়া ❀ নিবেদন করিয়ে মা
জননী শুনরে খবর ॥ আরনা আসিবরে ভোলা তুমার গোচর ❀ এইকথা

শুনিরে ভেলুয়া আল্লার কাছে কয় ॥ সেইক্ষণে ভোলার জাগরে চক্ষু ভালা হইয়া ❀ এইমতে কত দিনরে ভোলার ডিঙ্গা চলি যায় ॥ আর এক দিনরে ভোলা ভেলুয়ার দিগে চায় ❀ দুষ্টামীর ভাবেরে ভোলা যদি সে চাহিল ॥ সুন্দর কন্যা দেখিরে ভোলার ডিঙ্গা চড়ে তুলি দিল ❀ দাড়ি মাঝি দেখিরে বলে তুমি বড় দুষ্ট ॥ তোমার কারণেরে ভোলা আমা সভাকার কষ্ট ❀ তুমারে মারিয়ারে ভোলা আমরা মরিব ॥ সব জনে মিলিরে তোরে দরিয়ায় ডালিব ❀ বারেং মানারে ভেলুয়ার কাছে না যাইও ॥ মা জননী ডাকিরে ভেলুয়ার মান্যতা করিও ❀ তার পরে দাড়ি মাঝি তারা করিছে গমন ॥ সবে যাই বেড়াই ধরেরে ভেলুয়ার চরণ ❀ তোমার কাছে না আসিবরে ভোলা কহিলাম সার ॥ যদি আইসে ভোলারে ডুবাই দিও সাগর মাঝার ❀ ভেলুয়ায় বলেরে মোর মনে দিলা তাপ ॥ ভোলারে ডাকিলামরে আমি ছয় মাসের বাপ ❀ দাড়ি মাঝি শুনিরে তারা সব হৈল খুসি ॥ বালু চড়ের মাঝেরে যোল ডিঙ্গা উঠিল ভাসি ❀ ভোলা সদাগরের কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ ভেলুয়ার কথারে এবে শুন খানিক্ষণ ❀ ভেলুয়ারে লইবে ভোলা দেশ চলি যায় ॥ আমির সাধুর কাছেরে সুন্দর ভেলুয়ায় পত্র যে পাঠায় ❀ প্রথমেতে লেখেরে জান আল্লাজির নাম ॥ তারপরে লেখেরে ভেলুয়ার হাজার ছালাম ❀ শুনং সাধুরে মোর শুন নিবেদন ॥ তুমার লাগিয়ারে সাধু বিদরে জীবন ❀ তার পরে লেখেরে ভেলুয়ায় আপনার হাল ॥ রাত্রিকালে আনিরে সাধু ঠেকাইলা জঞ্জাল ❀ কোঠার দরজারে তুমি খোলা যে রাখিয়া ॥ ঘুমেতে রাখিয়ারে সাধু গেলারে চলিয়া ❀ ফজরে আসিয়ারে বিবলা নিরক্ষিয়া চায় ॥ কেওার খোলা দেখিরে বিবলা করে হায়রে হায় ❀ তোমার মায়ে ভৈনেরে সাধু দাসী বান্দি মিলি ॥ ঘরের বাহির কৈল্লারে মোরে করি গালাগালি ❀ নানান মতে দুঃখরে তারা দিছে জনেজন ॥ দাসীর মত পাঠাই দিছেরে মোরে জলের কারন জলের কারণেতে আমি একাশ্বরী হৈয়া ॥ দুষ্ট ভোলা দেখিরে মোরে লইয়া গেল লুটিয়া ❀ ভোলা সদাগরের বাড়ীরে জান কুট্টালি নগর ॥ ছয় মাসের বাপরে ডাকিয়াছি ডিঙ্গার ভিতর ❀ এই পত্র পাইয়ারে সাধু চলিয়া আসিবা ॥ ছয় মাসের ভিতরে আইলেরে আমার লাগ পাইবা ❀ খোওাজ ডাকিয়ারে কন্যা পত্র দিল হাতে ॥ এই পত্র দিয়া

তুমিরে আমার সাধুর সাক্ষাতে ❀ খোওাজ পাইয়া পত্ররে শীঘ্র চলে গেল ॥ আমির সাধুর হাতেরে পত্র ভোলা নিয়া দিল ❀ পত্র পড়ি শুন ভোলা সদাগর ❀ এই কথা কহিরে সাধু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল ॥ বিজ-পবন তরী ॥ ছয় মাসে থাকি শুনা যায়রে পালের কড়মড়ি ❀ এমন চালান চালায়রে ডিঙ্গা আল্লার কেরামত ॥ এক দিনে চলি আইলরে চৌদ্দ দিনের পথ ❀ ঘাটেতে আসিয়ারে সাধু লঙ্গর ফেলিল ॥ দাড়ি মাঝি রাখিরে আমির সাধু ঘরে চলি গেল ❀ ঘরেতে যাইয়ারে সাধু কি কাজ করিল ॥ মা বাপের চরণে যাইরে ছালাম করিল ❀ মাতা ভগ্নি কাছেরে সাধু জিজ্ঞাসে খবর ॥ কোথায় আছে বলরে মাতা ভেলুয়া সুন্দর ❀ মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুন দিয়া মন ॥ ভেলুয়া সুন্দরী তোমার হইয়াছে মরণ ❀ আমির সাধু বলেরে ভগ্নি শুনরে খবর ॥ কোন জাগায়ে দিছেরে মাটি আমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ কবর দেখাই দিলরে বিবলা ভগ্নি যাই ॥ আমর সাধু বলেরে আমি মাটি কুড়ি চাই কবর কুড়িয়ারে আমির সাধু দৃষ্টি করি চায় ॥ একটি কালা কুত্তারে কবরে দেখা যায় ❀ মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥ বড় দুষ্ট ছিলরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ এইকথা শুনিরে সাধু কিছুনা কহিল কান্দিতে২ রে সাধু রাগন্ধা চলিল ❀ আমির সাধুর কথা এবে হৌক নিবারণ ॥ ভেলুয়া সুন্দরীর কথা এবে শুন দিয়া মন ❀ পত্র লিখি দিয়া ভেলুয়া খোওাজের হাতে ॥ দিবানিশি কান্দে কন্যা শান্ত নাহি চিত্তে হায় আমির সাধু২ জপে প্রতিনীত ॥ শীঘ্র দেখা দিয়ে মোর শান্ত কর চিত ❀ বানিজ্যেতে গেলা মোরে ফেলি একাশ্বর ॥ দুষ্ট ভোলায় হরি নিল কুট্টালো নগর ❀ দিবানিশি কান্দে কন্যা দানা নাহি খায় ॥ বিরহে তাপিত হইয়া বারমাসী গায় ❀

গীত রাগিনী ভৈরব—তাল মধ্যমান।

শোনহে মালঞ্চ তুমি খেদ চিন্তা করনা ॥
আসিবে বসন্ত ফিরে তাকি তুমি জাননা ❀
পুনঃ পুষ্প বিকসিবে, বুল২ আসিলে তবে,
মত্ত হইয়া প্রেম ভাবে, পূরাইবে বাসনা ॥
যদি গত হৈল নিশি, না কান্দ প্রদীপ বেশী,

পুনঃ ফের আসিবে নিশি, সেই সময় ভেব,না ॥
শোনরে মালঞ্চ তুমি খেদ চিন্তা কর,না।❀

(ভেলুয়া সুন্দরীর বারমাস)

আইল অনাথিনী নাথ মোর, আইল বন্ধুয়া মোর ॥ জ্বলিয়া অঙ্গর হৈল, বিরহে অনলে তোর ❀ বিরহে বেদনা, বিষম যন্ত্রনা, সহিতে না পারি বালা ॥ সদা সন্তাপিত, দহে মোর হিত, মথুরা নগরে কালা। জীব হৈল দায়, প্রাণ না বাচায়, ভাবিয়া বিগম জ্বালা ॥ হরিষে বিষাদ, নাই কোন সাদ, পুরিল আমার জ্বালা ❀ প্রথমে আশ্বিন, সময় প্রবীন প্রীয়া মোর পরবাস ॥ সরতের হিত, দহে নারী চিত, ভাবিয়া হৈলাম নৈরাশ ❀ আহা প্রাণেশ্বর, রৈলা দেশান্তর, না পাইলে বার্ত্তা সার ॥ আশ্বিনের শেষ, না আইলা দেশ, মোর অতি দুঃখ ভার ❀ প্রবেশ কার্ত্তিক, নিরজ অধিক, খাওয়ার ঢাকা দিন মনি ॥ নিশির শিশির, অঙ্গ নহে স্থির, কোথা যাব বিরহিনী ❀ আহা প্রাণেশ্বর, দগদে অন্তর, স্মরিতে তোমার মায়া ॥ কহিবারে দুঃখ, নাহি স্বরে মুখ, তাপিত হৃদয় কায়া ❀ অগ্রাণ প্রবেশ তিন ফুল ভেশ, বিরাজিত বিকশিত ॥ তাতে অলি আসি, মধু পায় বসি, মন সুখে করে নীত ❀ আহা প্রাণনাথ সকল অনাথ, তুমি বিনে সদা মোর ॥ পাপীষ্ঠ নয়ান, ঝরে অনির্ব্বান, বিনে তুমি প্রাণেশ্বর ❀ পৌষ হৈল বরি, আমি একাশ্বরী, হেমন্তের বান অতি ॥ উত্তম সমীর, শুখায় শরীর, অভাগীর কোন গতী ❀ হেমন্তের বান, মর্ম্ম খান খান, অঙ্গ কাঁপে থরে থর ॥ আহা প্রাণ পতী, নিষ্ঠুর প্রকৃতি, না লইলা বার্ত্তা মোর ❀ মাঘ প্রবেশিল, যুবতী সকল, হীন ভয় মনে গুণি ॥ স্বামী সঙ্গে মিলি, করে নানা কেলী, অভাগিনী একাকিনী ❀ হেমন্তের দহিয়া, মন অঙ্গ হিয়া, হইল আমার কালা ॥ হেন কালে, কান্ত নাহি কোলে, কত সহে প্রাণ জ্বালা ❀ ফাল্গুণ প্রবেশ, হেমন্তের শেষ, চলিল বসন্ত রীত ॥ নবীন পবন, পাইল পুষ্পগণ, নানা মতে বিকশীত ❀ কুহনাথ ধ্বনী, দিবস রজনী, আনন্দ প্রভৃত সব ॥ শুনি মধুস্বর, দগদে অন্তর, একাকিনী পরভাব ❀ মধুব্রত ফুল, প্রমাস ব্যকুল, পুষ্প মধু করে পান ॥ দেখি সেই রীত, ফাটে নারী চিত, সদায় আকুল প্রাণ ❀ আহা প্রাণ প্রিয়া, দহে মোর হিয়া, সতত তোমার লাগি ॥ না লইলা খবর, মর্ম্মে স্বর স্বর, নারী অতি দুঃখ মাগি ❀ মদনের বান অঙ্গ খানে২, নিজ কান্ত মনে স্মরি, ॥ সহিতে না পারি, খাইমু কাটারী,

যৌবন হৈল বরি ❀ আহা প্রাণনাথ, রহিলা কোথায়, মোর না লইলা, সংবাদ ॥ এই দুঃখে মরি, রহিলা পাসরী, মোর ঘরে প্রমাদ ❀ পাই মনস্তাপ, ছয় মাসের বাপ, ডাকি ভোলা সদাগরে ॥ গেল ছয় মাস, না পুরিল আস, বন্দি আমি ভোলার ঘরে ❀ হইয়া হতাশ, আর ছয় মাস লইয়াছি অবকাশ ॥ ছয় মাস যাবে, যদি না আসিবে, হইবে সমূলে নাশ ❀ চৈত্রতে তপন, অস্থির মদন, সহাদানে প্রেম দান ॥ শুনি পিক নাদ, ঘটায় প্রমাদ, বিকল সতত প্রাণ ❀ আহা প্রাণেশ্বর, দহে কলেবর, হইল গুলি প্রাণের বরি ॥ সদায় গুঞ্জরে, বসি পুষ্প পরে, মধু খায় মোরে হেরি❀প্রবেশ বৈশাখ, সময় নিদাগ, রাগ দাগ খরতর ॥ আদিত্ত কিরণ, না যায় সহন, নাহি শান্ত মনে মোর ❀ যাহার কারণ, রাখিলাম যৌবন, সেই কেন নাহি পায় ॥ যৌবন রমণী, জোয়ারের পাণী, ভাটি লক্ষে চলি যায় ❀ প্রবেশ জৈষ্ঠল, হৃদয় কমল, ভাঙ্গিয়া আমার পরে ॥ মোর কর্ম্ম ফলে, কান্ত নাই কোলে, এ দুঃখ কহিমু কারে ❀ বিনে প্রাণ কান্ত, নহে মন শান্ত, পিকবরে মন হরে ॥ এই দুঃখ মোর, সদা দেশান্তর, ভ্রমর হস্ত রস ঝরে ❀ আইল আষাঢ়, বৃষ্টি অনিবার, চমকে শবন দামিনী ॥ মেঘের গর্জ্জন, শুনি ভয় মন, লাগে অতি একাকিনী ❀ নদীর কারণ, না দেখি তপন, অহর্নিশি এক পায় ॥ আহা প্রাণেশ্বর, না দেখি ভাস্কর, হেরি ভীত তনুময় ❀ প্রবেশ শ্রাবণ, অস্থির মদন, সহিতে না পারি আর ॥ সুভাগ্য যুবতী, লই প্রাণপতি, করে নানান বেহার ❀ মোর কর্ম্মে দোষে, পতী দূর দেশে, রহিয়াছে দূরে দেখি গ্রাম পীর, নহে ভূমি সুস্থির, প্রাণ কাঁপে তার তরে ❀ ভাদ্রল প্রবেশ, বরিষার শেষ, বন্ধু মোর না আসিল ॥ মোর মনে লয়, আসিল নৌকায়, বরিষা শেষ হইল ❀ আহা প্রাণেশ্বর, গেল যে বৎসর, বার্ত্তা না পাইনু আসি ॥ করি বিষ পান, তেজিবার প্রাণ, প্রাণ বন্ধু ভাগী হইবা তুমি ❀ বৎসর পুরিল, বন্ধু না আসিল, মোর হৈল সর্ব্বনাশ ॥ যৌবন কাল বরি, ভক্ষিমু কাটারী, ছাড়িলাম জীবনের আশ ❀ এই রূপে সতী, কান্দে প্রতি নিতি, মনের সন্তাপী অতি ॥ কান্দিয়া সদায়, বারমাসী গায়, নিবিল হৃদের বাতি ❀ হীন মোয়াজ্জমে, দহিয়া মরমে, কহে শুন কন্যা সতী ॥ না কান্দ বিশেষ, দুঃখ হবে শেষ, আসিবে তোমার পতী ❀

—০:❀:০—

আমির সদাগর কট্টালি নগরে যাই ভেলুয়া সুন্দরীর সহিত দেখা করে।

রাগস্থাতে যাইরে সাধু করিছে গমন ॥ টোলা বাড়িয়ার বাড়িতে দিল দরশন ❀ বারেরে যাইয়ারে বলে ভাই শুন দিয়া মন ॥ সারিন্দা খুদাই রে আমার শান্ত কর মন ❀ এইকথা শুনিরে বারে কোন কাজ করিল ॥ সারিন্দার মূল্যরে জান টাকা একশত দিল ❀ বৈলাম গাছের সারিন্দারে মন পবনের বৈল্যা ॥ জঙ্গলাতে যাইরে বারে ভাইরে সকলি আনিলা ❀ এক শত টাকা লইরে সারিন্দা বানাই দিল ॥ সারিন্দা লইয়ারে সাধু গমন করিল ❀ বাজারেতে যাইরে সাধু দিল দরশন ॥ দাড়াইস সাপের রগরে তার কিনিল তখন ❀ তিরিশ টাকা দিয়ারে তার খরিদ করিয়া ॥ বাজাইতে লাগিলরে সারিন্দা আল্লাকে ভাবিয়া একতারে বলেরে আমি আমির সদাগর ॥ আর তারে বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ আর তারে বলেরে দুষ্ট ভোলা সদাগর ॥ লুটিয়া নিয়াছরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ ভেলুয়া২ বলেরে সাধু কান্দিয়া২ ॥ কট্টালী নগরে গেলরে ভেলুয়ার লাগিয়া ❀ যে দিন আমির সাধু কট্টালী পৌছিল ॥ যে তারিখে ভেলুয়ার বিয়ার দিন ছিল ❀ গোছলের কারণেতে সখী জল ভরিতে যায় ॥ আমির সাধুর গীত শুনিরে বলে হায়রে হায় ❀ আমির সাধু গায়েরে গীত শুনরে খবর ॥ সাত সখী শুনেরে গীত সাধুর গোচর ❀ সখী এবে গীত শুনিরে করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার নিকটে আসিরে দিল দরশন ❀ সাত সখীর মাঝেরে ছয়জন সখী আইল ॥ বড় সখী গীত শুনিরে সেখানে রহিল ❀ ভেলুয়ায় বলে রে আমার বড় সখী কই ॥ সবে বলে বড় সখী গীত শুনে বই ❀ সখী সবে বলেরে ভেলুয়া শুনরে খবর ॥ সারিন্দা ফকিরা এক আসিছে বড়ই সুন্দর ❀ তোমার নাম ধরিরে ভেলুয়া সারিন্দা বাজায় ॥ বড় সখী ঘাটে থাকিরে ফকিরেরে চায় ❀ ফকিরার বাড়ী জানরে কন্যা শামলা বন্দর ॥ সেই ফকিরার নাম জানরে আমির সদাগর ❀ ছয় সখী আসিরে তোর ভেলুয়ারে কয় ॥ বড় দাসী ঘাটে বসিরে মছিবতে রয় ❀ দাসীর কলশীরে আমির সাধু হিল কান্না করিল ॥ তেকারণে বড় সখীরে আসিতে নারিল ❀ তারপরে বড় সখী কি কাজ করিল ॥ ফকিরা২ বলিরে ডাকিতে লাগিল ❀ বড় সখী বলেরে শুন ফকিরার ভাই ॥ কলশী তুলি দেওরে সাধু ঘরে চলে যাই ❀ আমির সাধু আসিরে কুমন্ত্রা দিল শেষে ॥

পিন্দনের কাপড়রে সখীরে নিলরে বাতাসে ❀ কাপড় ধরিরে সখীরে যখন চলিল ॥ সে সময় কলশীতে সাধু অঙ্গুরী ফেলী দিল ❀ ভেলুয়ার নিকটেরে, সখী শীঘ্র আইল চলি ॥ সেই পাণী আনিরে ভেলুয়ায় মাথায় দিল ঢালি ❀ আমির সাধুর অঙ্গুরীরে ভেলুয়ার কাপড় পড়িল ॥ অঙ্গুরী পাইয়ারে কন্যা ভোলাকে ডাকিয়া ॥ নিবারণ কর সাধু আমার তোমার বিয়া ❀ আমার বাপের দেশের ফকিরা এক আসিয়াছে ভাই ॥ তার গীত শুনিবারে আজি কহিলাম বুঝাই ❀ তেরি মেরি কৈল্যেরে তুমার চক্ষু হবে কানা ॥ গীত শুনিবারে তুমিরে না করিবা মানা ❀ মনে ডর পাইরে ভোলা ক্ষান্ত করিয়ে দিল ॥ দাসী পাঠাই দিয়ারে কন্যা ফকি-রারে নিল ❀ ফকিরার মুখরে ভেলুয়া যখন দেখিল ॥ মনে বহুতরে ভেলুয়ায় কান্দিতে লাগিল ❀ নানান গীত গায়রে ফকিরা নানান ভেশ ধরে ॥ ফকিরারে দিছে বাসারে ভেলুয়ার কোঠা ঘরে ❀

আমির সাধুর গান।

রাগিনী ঝিঝিট—তাল যৎ।

তোমার পীরিতে মজে, কত হলেম জালাতন ॥
যোগী ভেশে এলেম হেথা, আমার শুন প্রাণ ধন ❀
মাতাপিতা রাজ্য তেজে, বেড়াই আমি তোমায় খুজে
দেখাতে কি মন মজে, দেহ আমায় মধু দান ❀
প্রাণ প্রিয়সী বিধুমুখী, ইচ্ছা নয়নে রাখি,
আমারে দিওনা ফাকি, ধরি তোমার দু-চরণ ❀
উভয়েরি প্রেম বাণে, বান্দ হইলাম দুই জনে,
সাক্ষী রাখি নিরাঞ্জনে, যৌবন কল্যাম সমার্পন ॥
রচক বলে এক ভাবে, ভাবের ভাবে যে মজিবে,
অমূল্য ধন সে পাবে, করি সবে নিবেদন ❀

ভাত পাণী খাইয়ারে ফকিরা করিছে শয়ন ॥ রাত্রি নিশিকালে যে সুন্দর ভেলুয়া করিছে গমন ❀ সাধু বলেরে ভেলুয়া বুকে লইল টানি ॥ মুকুট ঝরণী ঝরেরে কন্যার দুই নয়নের পাণী ❀ লোটন কবুতরের মতরে কন্যা ধরিছে বেড়াই ॥ দেরীর কাজ নাইরে সাধু চল রাত্রি রাত্রি যাই ❀ আমির বলেরে কন্যা আমি চরের পুত্র নই ॥ রাত্রেরে চলি যাইতামরে ভেলুয়ারে লই ❀ কাকে করে কলেবর কুকলিয়া কুহরে ॥ ভেলুয়ায় চলি গেলরে আপনার মন্দিরে ॥ সেই দেশে এক জনরে নাম

মুনাফ কাজী ॥ ফজরে উঠিয়ারে ফকিরা দিছে এক আরজি ❁ শুন শুন কাজী সাহেব শুনরে খবর॥ দুষ্ট ভোলায় লুটি আনেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ❁ ওয়ারেন্ট যাইয়ারে তবে ভোলাকে আনিল ॥ মুনাফ কাজী দেখিরে তারে জিজ্ঞাসা করিল ❁ ফকিরের বধুরে তুমি আনিয়াছ লুটিয়া ॥ গরীব দুঃখিয়ার বধু আনিরে তুমি কর বিয়া ❁ এইকথা শুনিরে ভোলা কহিতে লাগিল ॥ জন্ম ভরি ফকিরা শালারে কোন বধু-মুখনা দেখিল ❁ ঘরে২ যাইরে ফকিরা নানান গীত গায়ে॥ পেটের কারণেতে সারিন্দা বাজায় ❁ দেশে২ হাটেরে ফকিরা নানান দেশে রয় ॥ যার বধু সুন্দর দেখিরে ফকিরা তারে বধু কয় ❁ আমার বধু দেখিরে ফকিরা বেহুশ হইয়া ॥ তোমার কাছে নালিশ করে শালা ভেলুয়ার লাগিয়া ❁ কাজিয়ে শুনিয়ারে বলে ভোলা সদাগর ॥ ভেলুয়ারে আন তুমিরে আমার গোচর ❁ তোমার বধু হইলেরে ভোলা তুমি লইয়া যাইবা ॥ ফকিরারে ধরিয়া তুমি জেলখানায় দিবা ❁

ফকিরার বধু হইলেরে আমি ফকিরারে দিব ॥ ভেলুয়ারে আনরে আমি জবানবন্দি লইব ❁ সুন্দর সতী ভেলুয়ারে স্বামী পাইছে দুই॥ আদালতের ঘরে আনরে জিজ্ঞাসিমু মুই ❁ এইকথা শুনিরে ভোলা বাড়ীর মধ্যে যাই ॥ ভেলুয়ারে নানান কথারে দিয়াছে শিকাই ❁ পালকির মাঝে করিরে তবে ভোলা সদাগর॥ ভেলুয়ারে আনে জানরে মুনাফ কাজীর ঘর ❁ ভেলুয়ার নিকটেরে কাজী পুছিল খবর ॥ কোন স্বামী তোমার রে প্রাণের দোসর ❁ ভেলুয়ায় বলেরে কাজি শুন নিবেদন ॥ সারিন্দা ফকিরা মোর রে স্বামী প্রাণ ধন ❁ মুনাফ কাজী শুনিরে জান ভেলুয়ার কথা ॥ পালকির দিগে চায় কাজিরে ফিরাইয়া মাথা ❁ নব্বই বৎসর হইছেরে কাজি শতের বাকী দশ ॥ বাম হতের আঙ্গুল দেখিরে কাজি হইছে বেহুশ ❁ কোথায় যাব কি করিবরে কাজীর হইয়াছে ভাবনা ॥ পালকির মাঝে দেখি কাজী বিজলীর কণা মনেং কত খুশিরে কাজীর খুশির সীমা নাই ❁ ভোলাকে গর্জ্জিয়ারে কাজি দিয়াছে দৌড়াই ❁ আমিরকে বলেরে কাজি শুনরে খবর॥ ভেলুয়ারে রাখিরে তুমি চলে যাও ঘর ❁ তোমার যোগ্য নহেরে ভেলুয়া কহিলাম ভাঙ্গিয়া ॥ আর কোন জনে পাইরে লই যাবে লুটিয়া আমার ঘরে থাকিবরে ভেলুয়া ভালবাসা পাই॥ তোমার সঙ্গে গেলেরে মরি যাবে নানান কষ্ট পাই ❁ এই কথা শুনিয়ারে সাধু জলিয়া উঠিল

মুনাফ কাজীর ঘর হৈতেরে সাধু নিকলিয়া গেল ❀ বাহিরে আসিলরে আমির সাধু গোস্বায় জলিয়া ॥ গৌরলধর কাছে পত্র দিল যে লিখিয়া

ভোলার সাতে আমির সাধুর যুদ্ধ।

শুন২ গৌরল ধর রে শুন সমাচার ॥ সৈন্য লই চলি আইসরে কট্টালি নগর ❀ আমির সাধুর পত্ররে যদি গৌরল ধরে পাইল ॥ সাজ২ বলিরে গৌরল ধরে আদেশ করিল ❀ এমন সাজ সাজেরে সৈন্য হাতে লইয়া কোচ ॥ পশ্চিম বাগ সের্গা সাজেরে বড়২ মোছ ❀ তারপরে সাজেরে সৈন্য বন্দুক লইয়া কান্ধে ॥ হিন্দুস্থানী সৈন্য সাজে ঢাল করিছে কান্ধে মাদ্রাসী সেপাহী সাজেরে বড়২ টিয়া ॥ বড়২ পেড়ুয়া সাজেরে গদা হাতে লইয়া ❀ নানা দেশে নানান বাসীরে সৈন্য লই সাতে ॥ গৌরল ধর চলি আইলরে আমিরের সাক্ষাতে ❀ মাঝিরে দেখিয়ারে সাধু খুসি বাগ২ মুনাফ কাজীর বাড়ীতে আসিরে মারে এক ডাক ❀ ডাক শুনি মুনাফ কাজী বেহুস হইল ॥ ভেলুয়ারে লইরে আমির সাধু ডিঙ্গাতে আসিল তার পরে আমির সাধুরে কোন কাজ করিল ॥ যুদ্ধের বাজনারে সাধু বাজাইতে লাগিল ❀ মুনাফ কাজী শুনিরে আর ভোলা সদাগর ॥ যুদ্ধের বাজনা শুনিরে তারা মনে পাইছে ডর ❀ ঢাক ঢোল দগরে তেরে জান ঘন মারে কাটি ॥ সিঙ্গা বিবলার শব্দেরে কাঁপে বসুমাটি ❀ ভোলা সদাগরে জানিবে কতেক সৈন্য লইয়া ॥ যুদ্ধের ময়দানে আসিরে উত-রিল গিয়া ❀ দুই সৈন্য চলি আইলরে করি মার২ ॥ বন্দুকের ধ্বনিতে হৈলরে রাজ্য অন্ধকার ❀ আমির সাধু মারে কামান রে শব্দ যায় দূর লাখে২ মারে সৈন্যরে মুণ্ড হয় চুর ❀ বন্দুক কামান মারে রে আর মারে তীর ॥ চলি২ পরে ভোলাব ছিল যত বীর ❀ মার২ ধর২ শব্দ হৈল অতি ভোলা সদাগরে বলেরে মোর হবে কোন গতি ❀ মারা গেল বহুত লোকরে কট্টালি নগর ॥ না রহিল সেই দেশের রাজ্য বাড়ী ঘর ❀ আমির সাধু মহাবীর করিয়া সন্ধান ॥ ভোলারে মারিয়ারে সাধু মারিল গর্দ্দান ❀ ছোট বড় যত সৈন্যরে না রাখিল আর ॥ কাজিরে পাঠাইয়া দিলরে যমের দুয়ার ❀ তার পরে কি করিলরে শুনরে খবর ॥ আমির সাধু চলি আইলরে ডিঙ্গার উপর ❀ ভেলুয়ারে বলেরে সাধু শুন মোর বাণী ॥ কট্টালিতে রাখিবা একরে আমার নিশানি ❀ আমির সাধু বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ॥ কি নিশানী রাখি যাইমুরে কট্টালি নগর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥ এক দিঘি দিবারে ভোলার

ঘর ভিটার উপর ❀ ভেলুয়ার কথারে জান আমির যখনে শুনিল॥ কট্টালি ভোলার ভিটাররে দিঘি এক দিল ❀ ভেলুয়ার নামরে দিঘি দিল সদাগর॥ কোম্পানীতে বান্ধিয়াছেরে ইষ্টিশিনের ঘর ❀ তারপর আমির সাধুয়ে কি কাজ করিল॥ ভেলুয়ারে লইরে সাধু দেশেতে আসিল ❀ মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুনরে খবর॥ পরীক্ষা না করি আনরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ এই কথা শুনিরে আমির সাধু কিছু না কহিল॥ মায়ে ভৈনে নিয়ারে ভেলুয়ারে পরীক্ষাতে দিল ❀

ভেলুয়ার পরীক্ষা দিবার কথা শুনিয়া আল্লার নিকট
কান্দিয়া মোনাজাত করিবার বয়ান।

ওহে প্রভু দয়াময় তব নাম রক্ষা পতি॥ তব দাস দাসীগণে বিপদেতে কর মুক্তি ❀ দয়াময় নাম ধর, সকলি করিতে পার॥ দাসী প্রতি কৃপা কর, তোমা বিনে নাহি গতি ❀ যে কেহ বিপদে ঠেকে, উদ্ধারিয়া লেও তাকে, পড়িয়াছি আমি দুঃখে, দয়াকর মম প্রতি❀যদি তুমি না তরাবে তারন নাম কেন তবে॥ পরীক্ষা উদ্ধারি লিবে, ওহে প্রভু দয়া মতি ❀ দুই কর তুলি কন্যা কান্দিয়া বিস্তর॥ মনাজাত করে সতী প্রভুর গোচর মেহের নজর কৈল পাক পরওয়ারে॥ কবুল করিল দোয়া দয়ার সাগরে

ভেলুয়ার পরীক্ষার বয়ান।

প্রথমে পরীক্ষা জানরে শুন কহি সার॥ লোহার চাউল আনি দিলরে ভাত রান্ধিবার❀সেই চাউল লইরে ভেলুয়া করিছে গমন॥ পাকশালাতে লিয়ারে কন্যা করিল রন্ধন ❀ আমির সাধু দেখিরে ভাত বলে চমৎকার লোহার চাউলের ভাতরে সতী কন্যা রান্ধে কি প্রকার ❀ মায়ে ভৈনে বলেরে তুমি যাহার ফকির॥ সেই বধু দেখিরে তোমার বড় যাদগীর❀ তারপরে সিদ্ধ ধান্যরে আনি দিল যাই॥ সেই ধান্যের গজরে ভেলুয়ার দেখাইল ভাই ❀ একে২ পরীক্ষায়ারে সকল দেখিল॥ তুলা পরীক্ষার কথারে শেষে ভাঙ্গিয়া কহিল ❀ ভেলুয়ায় বলেরে আমার আমির সদাগর॥ তুলা পরীক্ষাতে দিলরে আমারে নাপাবে খবর❀ সকল পরী-ক্ষাতে কন্যারে জিনিয়া উঠিল॥ তুলা পরীক্ষার লাগিরে মনেতে ডরিল কি করিতে পারে তুলারে কন্যা যদি থাক সতী॥ অসতী হইলেরে তোমার হইবে দুর্গতি ❀ এই জওয়াব দিলরে সাধু প্রভাতে উঠিয়া॥ শ্বাশুড়ী ননদী আইসেরে পরীক্ষার লাগিয়া ❀ ভেলুয়ারে লইরে তারা

বান্দি দাসী মিলি ॥ ঘৃত ঢালি দিল জানরে সর্ব্ব অঙ্গে মলি ❀ সত্তর মন তুলারে সব ময়দানে রাখিয়া ॥ আর সত্তর মন ঘৃত দিলরে তুলাতে ঢালিয়া ❀ ভেলুয়ারে সাজাইয়ারে তারা বান্দী দাসীগণ ॥ তুলার উপর বসাইলরে করিয়া যতন ❀ সেই তুলা দেখিরে ভেলুয়া জুড়িছে কান্দন আর না পাইলেরে সাধু আমার দরশন ❀ কোথায় রৈছ আমির সাধুরে মোর প্রাণপতী ॥ যাইবার কালে দেখা দেহরে আমার সঙ্গতি ❀ তুমার লাগিয়ারে সাধু তেজিলাম মা বাপ ॥ যাইবার কালে অভাগিনীরে না পাইলাম জওাব ❀ কোথায় রইলা সাধুরে আমার আমির সদাগর ॥ যাইবার কালে না পাইলামরে তোমার খবর ❀ এইমতে সুন্দর কন্যারে বহুত কান্দিল ॥ তুলার উপর নিয়ারে তারা বসাইয়া দিল ❀ যখন আগুণ দিলরে তুলাতে জালিয়া ॥ হুহু শব্দ করি অগ্নিরে উঠিল জলিয়া আগুণের তেজরে দিল উঠিয়া আছমানে ॥ সব লোকে বলেরে কন্যা না বাচিবে জানে ❀ কেহ বলে সতী ভেলুয়া পুড়ি হবে ছাই ॥ কেহ উঠি বলেরে কন্যা এই দেশে নাই ❀ নানামতে নানা কথারে তারা সকলে কহিল ॥ আগুনের জোরে কন্যারে পবনে উঠিল ❀ ভেলুয়ারে লইরে পবন সুন্য চলি যায় ॥ রোকামে থাকিবারে সাত পরী দেখিবারে পায় ❀ পবনেতে ভার হৈলরে ভেলুয়া সুন্দর ॥ সাত ভৈনে দেখিরে থাকে রোকাম সহরে ❀ ভেলুয়ার দেশে তারা করিত গতাগতী ॥ সেই পরীর সাতেরে ভেলুয়ার বহুত পীরিতী ❀ সাত ভৈনে দেখিরে তারা করে হায়রে হায় ॥ আমরা সবার ভৈনেরে সতী কন্যা মারা যায় ❀ পবনের ভার করি তারা আসিল চলিয়া ॥ রোকাম সহরে গেলরে জান ভেলুয়ারে লইয়া ❀ ভেলুয়া চলিয়া গেলরে রোকাম সহর আমির সাধুর কথা কিছুরে শুনরে খবর ❀ এক দিন দুই দিনরে ভাই তিন দিন হৈল ॥ ভেলুয়ারে না দেখি সাধুয়ে কান্দিয়া উঠিল ❀ কৈ গেলারে২ জীবের জীবন ॥ কৈ গেলারে২ আমার সুন্দর বদন ❀ কৈ গেলারে২ আমার চক্ষের রৌশনী ॥ কৈ গেলারে২ মোর পরাণের পরাণী এইমতে আমির সাধরে বহুত কান্দিয়া ॥ ঘরের বাহির হৈলরে ভেলুয়ার লাগিয়া ❀ হাটে মাঠে বিলে বনেরে সাধু চলে রাত্রদিন ॥ কোথা হৈতে কোথায় যায়রে সাধু রাস্তার না পায় চিন ❀ জঙ্গলে২ রে সাধু ভ্রমি আচম্বিতে ॥ দেখা হৈলরে এক ফকিরের সাতে ❀ আমির সাধু পাইলরে যদি ফকিরের দর্শন ॥ কান্দিয়া লুটাই পড়েরে ফকিরের চরণ, ❀ ফকির

উঠিয়া বলেরে সাধু না কান্দিও তুমি ॥ তোমারে মনের কথারে সাধু সব জানি আমি ❀ কতদিন থাকরে সাধু আমার গোচর ॥ তারপরে পাঠাই দিমুরে রোকাম সহর ❀ বিবাহ করিয়াছরে তুমি ভেলুয়া সুন্দরী ॥ নানান দুঃখ পাইলরে তোমার ভেলুয়া সুন্দরী ❀ তোমার মায়ে বৈরে করিছে তার দুর্গতি॥ তেকারণে রোকামেতে গেলরে ভেলুয়া সতী রোকামেতে গেলরে সাধু ভেলুয়ার লাগ পাইবা ॥ সাত বৈভেনেরে তুমি চক্ষে না দেখিবা ❀ রোকামেতে সাত পরীরে তারা ভ্রমন করিয়া॥ আমার নিকটে আইসেরে তারা দুয়ার লাগিয়া ❀ আলোক রথে করিরে তারা সুন্যে উড়ি যায় ॥ নানান মিষ্ট ফলরে তারা আমারে খাওয়ায় সেই রথে চড়ি পরী রোকামে যাইতে ॥ গোপনে যাইওরে তুমি চড়ি আলোক রথে ❀ এই কথা কহিরে সাধু কি কাজ করিল ॥ গায়েবী এক টুপীরে আনি সাধুর মাথায় দিল ❀ ফকিরে বোলায় সাধু শুন সমাচার এক টুপী শিরে দিলে কেহ না দেখিবে আর ❀ সেই টুপী পাইয়ারে সাধু খুসি হৈল মন ॥ হেনকালে উড়ি আইল পরী সাতজন ❀ পরী সব দেখি সাধুরে টুপী দিল শিরে ॥ আলোক রথ রাখিরে সাত পরী নামে ধীরে২ ❀ ফকিরের কাছেরে তারা গেল সাত জন ॥ যাইয়া ছালামরে তারা করে জনে জন ❀

ভেলুয়ার উদ্ধার হইবার বয়ান।

দোওা লই সাত পরীরে তারা আলোক রথে যায় ॥ হেনকালে সাধুরে ডাকি ফকিরে বুঝায় ❀ ফকিরে বলেভরে সাধু মুই বোল্লুম তোমারে ॥ রথে নীচে বৈসরে তুমি টুপী দিয়া শিরে ❀ সেই কথা শুনিরে আমির সাধু টুপী মাথায় দিয়া ॥ পরীর সাতে গেলরে সাধু রোকামে চলিয়া রোকামে যাইয়ারে সাতপরী রথ নামাইল॥ ধীরে২ আমির সাধুরে উঠি দৌড় ভালা দিল ❀ তার পরে কি হৈলরে আরে শুনরে খবর ॥ সেই তারিখে নাচ হবেরে রোকাম সহর❀আমির সাধুর কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ সাত পরীর কথারে কিছু শুন দিয়া মন❀ভাত পাণী খাইরে তারা শাজন করিয়া ॥ সাত বৈভেনে চলি আইল ভেলুয়ারে লইয়া❀ রাজ সভাপূর্ণ হৈছেরে পাত্রমিত্র আসি ॥ হেনকালে আদেশিলরে রাজ সভা মাঝে বসি ❀ কুশলের ইন্দ্রের বাচ্চারে সবে জান বাজাইতে কহিল॥ সেইসমে আমির সাধুরে সভার মাঝে গেল❀ভেলুয়ারে সাতে করিরে জানস্রোত বৈভেনে নাচে ॥ আমিরসাধু নাচ দেখিরে মনে২হাসে ❀ তার

পরে আমিরসাধুয়ে দৃষ্টি করি চায়॥ একজন সভায় বসিয়ে মৃদঙ্গ বাজায় পরীর কুলের বাছারে মৃদঙ্গ বাজাইতে না জানে॥ টুপী শিরে দিয়ারে আমির সাধু মৃদঙ্গ ধরি টানে ❀ কোনজনে টানেরে মৃদঙ্গ নাহি দেখা যায়॥ মনে২ ডরিরে বাজন্যা মৃদঙ্গ ফেলিয়া ধায় ❀ গাজাখোর বাজন্যা যদি গাজা খাইতে গেল॥ আমির সাধু লইরে মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল ইন্দ্রকুলের বাজারে সাধু জানে নানা তাল॥ ইন্দ্র রাজায় শুনিরে বাজনা হইল খোসাল ❀ টাকা পয়সা বকসিস দিলরে রাজায় শুনিয়া বাজানা একে২ সব দিলরে মাজের খৌরণ ❀ ইন্দ্ররাজায় বলেরে মৃদঙ্গ বাজনা ক্ষেমা কর॥ নাহি শুনে মানা বাজায়রে আমির সদাগর ❀ ইন্দ্র রাজার পুজার সময়রে নষ্ট হইয়া যায়❀যত মানা করে বাজায়রে সাধু অধিক বাজায় ❀ ইন্দ্র রাজায় বলেরে মৃদঙ্গ বাজায় কোন জন॥ কানে শুনা যায়রে কেবল না দেখি নয়নে ❀ তবে আমি বলিছে বাজান্যা শুনরে খবর॥ সাপ দিয়া জালাইয়া দিমুরে তোমার রোকাম সহর ❀ নতুবা কি চাওরে মৃদঙ্গ আমার গোচর॥ ভয় পায় হাজির হইলরে আমির সদাগর ❀ টুপি রাখি আমির সাধুয়ে দিছে দরশন॥ সুন্দর ভেলুয়া দিয়ারে আমার রাখহ জীবন ❀ এই কথা শুনিয়া রাজা জলিয়া উঠিল ভেলুয়া২ বলিরে রাজায় ডাকিতে লাগিল❀ গোস্বায় জলিয়ারে রাজায় ভেলুয়ারে কয়॥ আমাকে বলিলারে তোমার বিবী নাহি হয় ❀ ইন্দ্র রাজায় বলেরে ভেলুয়া দেখিবারে পাই॥ সারা রাত্রি মৃদঙ্গ বাজায়রে তোমার সুন্দর জামাই ❀ ভেলুয়ায় শুনিরে বড় সরমিন্দা হইল॥ সাপ দিয়া ইন্দ্র রাজার রে শিলকায়া করিল ❀ যখন শিলকায়া হৈলরে ভেলুয়া সুন্দরী॥ আমির সাধু কান্দন করে রে রাজার পায় ধরি ❀ ইন্দ্র রাজায় বলেরে সাধু না কান্দিও তুমি॥ এক বৎসর গেলেরে ভাল করি দিমু আমি ❀ কান্দিয়া২ আমির সাধুরে রোকাম সহরে থাকে॥ ভেলুয়া২ বলিরে সদায় মুখে ডাকে ❀ এই মতে বারো মাসরে যদি হইছে পুরণ॥ আশীর্ব্বাদ দিয়া ভেলুয়ারে করিল চেতন ❀ এইমতে তিন বৎসর গত হৈয়া গেল॥ ভেলুয়ারে লইরে সাধু আপন দেশে আইল ❀ হীন মোয়াজ্জমে কহেরে শুন বন্ধুগণ॥ ভেলুয়া সুন্দরীর গীতরে হইল সমাপনি ❀ ভুল চুক হইলে মোর রে লইবেন ক্ষেমিয়া॥ দোওয়া করিবেন মোর রে অধিন জানিয়া ❀

—০: সমাপ্ত :০—

(মুরশিদী গান)

মন জাগনিয়া সমনে গণে দিন ॥
নিদ্রা গতে বিষম চোরা ঘরে দিল সিঙ্গ ও (মন জাগনিয়া)
(মনরে) আকাঠা মাদারের নাও, কোন জনে বানাইলরে ॥
নায়ে নাই হাতুরার বাড়ি ❀ নায়ের উপর তোলাইয়া ঘর,
ছওার হৈল মনচোর, বানাইয়া কামেলা রৈল বন্দি ❀ (মন জাগনিয়া)
(মনরে) করিম শা ফকির কয়, দুই চার দিন বেশী নয় ॥
কাচা হাণ্ডি না চড়াইও জাল ❀ সে জাল জলিলেরে,
সে হাণ্ডি ফুটিবেরে, আখেরে হইবে দুনিয়া ফানা ❀ (মন জাগনিয়া)

(ফকিরী গীত)

কোথা হইতে আইলিরে বান্দা কোথায় তোর বাসা।
মিছা দুনিয়ার সঙ্গে প্রেম, ভোজের তামাসা ॥
জরু লাড়কা জমিদারী, পেয়ে হইলি বেহুশিয়ারী,
মজা মারলি দিন দুই চারি, গলায় লইয়া ফাস ॥
কেরামন কাতেবিন কান্দে, হর রোজের হিসাব বান্দে,
(ওরে) মন তুমি ঠেকেছ ফান্দে, দেখনি খালাস ॥
দমের উপর বাড়ী ঘর, দম ছুটিলে আপন পর,
কে লইবে কার খবর, কররে নিকাশ ॥
কেয়ামত করবে যাই, কেহ কার বন্ধু নাই,
নফছি নফছি বল ভাই, কান্দিয়ে হুতাশ ॥
কোথায় তোর বাড়ী ঘর, কোথায় আপন পর,
দিন থাকিতে মুরসিদ ধর, তোরবি যদি ভবের আশ ॥

(রাগিনী আলোয়া—তাল খেমটা)

মুরসিদ বলে ডাকরে ওমন গুরু বলে ডাক।
দিবানিশি ভাবে বসি চরণ তলে পরে থাক ॥ (ওমন গুরু বলে)
পশু পক্ষী তারা ডাকে, প্রহরে প্রহরে জাগে,
তুমি মন লেপ তোষকে, ঘুমের ঘোরে মার জাক ॥ (ওমন গুরু বলে)
প্রিয়সীর সঙ্গে শুয়ে, কত রঙ্গের কথা কয়ে,
রঙ্গে দিলি রাত কাটায়ে, দিবসে তোর নাহি ফাক ॥ (ওমন গুরু বলে)
জমা জমি বসত বাটি, ছেলের বিয়ের ফন্দি আটি,
কে কোনখানে মারছে খুটি, ভেবে মরবি মাটি চাক ॥ (ওমন গুরু বলে)
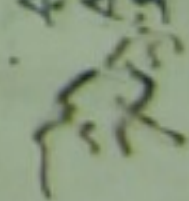
টাকা পয়সা সোনার গয়েনা, দেখনা কার সঙ্গে যাবে না।
খাবার কালে ছেরা তেনা, তোড়ার থাকবে হাজার লাখ ॥ (ওমন গুরু)
মারবে যখন দাত কপাটি, খাদবেরে তোর খাটি পাটি,
লাগবে মাথা কুটাকুটি, হয়ে যাবে সকল খাক ॥ (ওমন গুরু বলে)
তাই বলিরে মনমোহন, আগে কর শেষের আয়োজন,
তুচ্ছ কথার নাই প্রয়োজন, আল্লাহ্ বলে ডাক ॥ (ওমন গুরু বলে)

(মনমোহনের গান)

(তারে) ডাকতে জানলে দিত দেখা কইত কথা আমার সনে।
সে যে ডাক শুনেনা কয়না কথা, বুঝলাম আমি ডাক জানিনে ॥
ডাকার মতন ডাকছে যারা, হয়না কভু তারে হারা,
সে তারে দিয়াছে ধরা, যে শিখেছে আকুল প্রাণে ॥
শিশু যেমন মাকে ডাকে, জানেনা আর অন্য কাকে,
সুখে দুঃখে মা, মা, মা, মা, দেখে না আর মা বিনে ॥
জল দে ডাকে চাতকে, ঝড় তুফান কররে,
প্রাণ গেলেও যাকে তাকে, ডাকেনা সে সেই বিনে ॥
বৃন্দাবনে ব্রজগোপী, রয়েছে যে ভাবে ডুবি,
সে ভাবে স্বভাব নিবি, বলে কত মহাজনে ॥
সে ভাবে স্বভাব নিতে, হয়না আমা হতে,
কামিনী কাঞ্চন পথে, গোল বাজাইল হেচকা টানে ॥
ডাকার মত ডাকলে পরে, রইতে কি পারত দূরে,
দেখা দিত সে আমারে, কইত কথা প্রাণে প্রাণে ॥
ডাকার মত ডাক জানি না, তাইত তার দেখা পাইনা,
শিশুর কাছে ডাক শিখনে মনমোহন কয় ভেবে মনে ॥

(রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরী)

শুন তোরে কই মনমোহন, ঠিক রাখিস গুরুর চরণ।
তুই তিক্ত রসে লিপ্ত হলি, ভুলে সুধার আস্বাদন ॥
জন্মা অবধি করি এত, শিখলি না তুই শিখার মত,
মন হলি তুই মনের মত, আর কত ঘুরবি মন ॥
সামান্য ধন পাবার আসে, ঘুরবি কেবল হুস বেহুশে,
নির্দ্ধন কালে সে ধন কি তোর, ধনের কাম দিবেরে কখন ॥
সাধ করে পেতে বিছানা, পুযেছ এক বাঘের ছানা,

সে যে রক্ত খেয়ে শক্ত হয়ে, নিল তক্ত সিংহাসন ॥
ফচকা বাঘের হেচকা টানে, মন আমার টেকেছ প্রাণে,
বুঝলি না তই দিন যে গণে, দিন দুনিয়া মহাজনে ॥
মন তোমারী স্বভাবী দোষে, আমি আমার মন মানুষে,
পারলাম নারে রাখিতে হুশে, করতে পুজা মনের মতন ॥
কই আমি তোমার কাছে, এখনও তোর সময় আছে,
ঠিক থাকিছ আগে পাছে, ঠিক রাখিস গুরুর চরণ ॥

(মনমোনের গান)

রাগিনী তাল—একতালা।

ফকিরী কি গাছের গোটা।

ঢেকিঁ যদি স্বর্গে যাইত, বাড়া বানত তবে কেঠা ॥
ফকিরী বড়ই শক্ত, ফকির ছিল আজাদ বক্ত,
বিষ খাওয়ায়ে আগুণ দিয়ে, করে যদি লোহা পিটা ॥
এব্রাহিম ফকির ছিল, আপন পুত্র জবাই দিল,
আগুণে পরীক্ষা কৈল্য, ইঞ্জিলে তার নামটি আটা ॥
ফকির ছিল ইছা মুছা ঘটছে তাদের কতই দশা,
ছবরে শাইল দিশা, পুরণ হইল সর্ব্ব আশা ॥
রূপ সোনাতন ফকির ছিল, বাওয়ান্ন লাখ ছেরে দিল
ঝুলি কাথা সঙ্গে নিয়ে, বাসা কৈল ফকির হাটা ॥
ফকির হওয়া বড়ই লেঠা, ফকির নয় গাছের গোটা,
মনাই বলে ছাড় আশা, নৈলে বাধ বুকে পাটা ॥

(রাগিনী তাল—একতালা)

যদি যাবি মন ফকির হাটা।

মক্কা শরিফ গিয়া তবে, সনদ লওরে মোহর আটা ॥
ধরিয়া পীরের কদম, খেদমতে কর নরম,
যত দিন থাকে দম, ভুল'না ভাই ঐ কথাটা ॥
ঈমান করে বৈসে থাক, আল্লাকে ইয়াদ রাখ,
হজরী দেলেতে ডাক, শক্ত করে বুকের পাটা ॥
সেই হাটের দোকনী যারা, জেতা নয় কেও সবাই মরা,
মরতে পারলে দিবে ধরা, জেতা মরা শক্ত লেটা ॥
লইলে কলঙ্কের ডালি, সইতে পারলে গালাগালি,

পুরতে পুরতে হলে ছালি বালির খেয়ে ইটা ॥
সার করিয়ে জঙ্গলা ঝোক, দিল দরিয়ায় মারলে ডুব,
পাবিরে তুই ঐ রতন, ঘুচবেরে তোর দিলের লেঠা ॥

(বাউল সুর—তাল খেমটা)

মন রৈলে কেন মায়াতে।
পেয়েছ মানব জনম ছাড়রে ভ্রম, মজিসনা আর পাপেতে ॥
এখন তোর থাকতে নয়ন দেখলিনা মন, ডাকলিনা ঐ দিন নাথে ॥
মন রৈলে কেন মায়াতে ॥

(বাউল সুর—তাল খেমটা)

ডাক দেখি মন আল্লা বলে।
পেয়েছ মানব জনম ও ক্ষেপামন বলবি নাম সময় গেলে ॥
ভাই বন্ধু দ্বারা সুত, কেহ নয় বশীভুত,
আসিয়া যমের দুত, ধরবে যখন গলে ॥
তারা তখন থাকবে কোথা, ওমন কেবা মা তোর কেবা পিতা,
শুনরে মানব জনম ও ক্ষেপামন বলবি কি নাম সময় গেলে ॥
ব্যাধিত কল্লে জরা, ছাড়লে প্রাণ বলবে মরা,
পরিবারে দিলে ছড়া, ভেশে নয়ন জলে ॥
যত দেখ আত্তা বন্ধু ভাই, এরা মিলে মিশে তোমারই সবাই,
করিবে কবরে ঠাই, মৈলে দিবে যে সকলে ॥
ডাক দেখি মন আল্লা বলে ॥

(বাউল সুরের গান—তাল খেমটা)

ওরে আমার সাধের মন পাখী, আল্লা বলে ডাক দেখি।
আমি এত করে বুঝাই তোরে, ভেবে একবার দেখ দেখি ॥
পাখী তোরে যত্ন করে, রেখেছি এই হৃদ পিঞ্জিরে,
সুবল বল কুবল ছেড়ে, আহারতো যোগাতে থাকি ॥
ছাঁড়িয়ে তোর আশা করে, ঠিক থাক ঐ নামটি ধরে,
ভেবে বাউল বলে মৌতের কালে, সে সময় দিওনা ফাকি ॥

(বাউল সুরের গান—তাল খেমটা)

ভোলা মন ভবে এসে রঙ্গ রসে, অনলেতে দিন কাটালে ॥
ঐ দেখ দিন বয়ে যায় ভবের উপায়, দিন থাকিতে না ভাবিলে ॥
চির দিন এমনি ভাবে আছ ভবে, আল্লা নবীর নামটি ভুলে ॥

যে দিনে আসবে শমন করবে বন্ধন, লয়ে যাবে কতুহলে ॥
বলে সবে আমার কচ্ছ সুমার, যেতে হবে এসব ফেলে।
তখন তোর সাধের তরী নিবে হরি, রাখতে নারে কেউ আগুলে॥
একবার নবীজির চরণ ধর ভুলা মন, তরবিরে মন বাউল বলে।
ভবের গতায়াতো কত্ববিরে কত, পার হয়ে জা আল্লা বলে ॥

(বাউল সুরের গান—তাল খেমটা)

মন আমার আন্ধার ঘরে, খোজ যারে কেমন করে পাবে তারে।
সে ঘরের নয় দরজা মালিক রাজা, বিরাজ করে তার ভিতরে ॥
যদি তুই পাবি তারে যত্ন করে, আন ধরে খোজ তারে।
সে আলো ধর্ম্ম নিধি জান যদি, নিরবধি নিরাস্তরে ॥
বাউল কয় আপনি এসে আপন বসে, অবশেযে রাখবেন তোরে।
মন আমার আন্ধার ঘরে ॥

(মনমোহনের গান)

তাল একতালা—রাগিনী ঝিঝিট।

পোষ মানে না জঙ্গলা পাখী।

সে যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আমারে দিয়ে ফাকি ॥
স্বভাব দোষে হয়ে পাজি, খেলায় সদা ভোজের বাজি,
সেত কথা লয়না পাগল ময়না, কেমনে মানায়ে রাখি ॥
ছাড়তে চায়না মনের কালি, কইতে চায়না আলাবেলি,
করছে কেবল তালি বালি, তার ভাবে সে ঘুরে সদায়,
আমার ভাবে আমি থাকি ॥
কাম কামিনীর পাখা ভরে, স্বভাব হাওাতে উড়ে,
চলে যায় দিগ্ দিগান্তরে, ফিরে চায়না যদি ডাকি ॥
পাখী আমার লয়না পড়া, একবার বুঝি ডুবলো ভরা,
মনমোহন ভেবে সারা, সদায় ঝরে দুই আখি ॥

(রসিকের গান—তাল যৎ)

কেন ভাব প্রাণ মান, আমিত তোমারী ধন।
শুপিয়াছি ঐ চরণে, জীবন যৌবন মন ॥
কত আসে কত যায়, তাতে কিবা আসে যায়,
যারে সদা প্রাণে চায়, সেই জন হৃদি রতন ॥

ভালবাসী দশ্যে জনে, কিন্তু আজি ঐ চরণে।
সদা শয়নে স্বপনে, ভাবি তোমার ঐ চান্দ বদনে ॥

(রাগিনী তাল—কাওয়ালী)

পিরীতি সকলে জানে না, ওরে প্রাণ আমার।
পিরীতি পরম নিধি, সকলে জানিত যদি,
তা হ'লে কি হইত বলনা, ওরে প্রাণ আমার ॥
আকাশ উপরে, হেরি সেই জন ধরে,
কভু নাথ বাড়ী রহেনা, পিরীতি সকলে জানে না,
(ওরে মন আমার)

রাগিনী তাল—খেমটা !

যতনে গেথেছি মোরা, বকুল ফুলেরী মালা।
মোরা বন বাসিনী, হীরা মতি নাহি চিনি,
আদরে দিচ্ছে মালা, করিব না অবহেলা ॥
যতনে গেথেছি মোরা, বকুল ফুলেরী মালা ॥

(রসিকের গান—তাল খেমটা)

ফুটলো কলি জুটলো ওলি, ছুটিল নুতন প্রেমের ধারা।
রবির করে চান্দের করে, করেছে খেলা দিচ্ছে ধরা ॥
কমল ডালে হেলে দুলে, উঠলো লতা সোনার পারা ॥
নিল আকাশে চললো ভেশে, কিরণ ভরা উজ্জল তারা ॥

(রাগিনী তাল—লতিত)

চল সজনী ফুল তলা যাই, মনোহর কুসুম কাননে ॥
মনহোর কাননে যত, ফুল ফুটেছে নানামত,
তুলবো ফুল গুথবো মালা, দিব শ্যাম বন্ধুয়ার গলে ॥

(রসিকের গান—তাল কাওয়ালী)

তুমি কিসের গুমান কর ওলো সুন্দরী।
তোমার চিরদিন রবেনা লো রূপের মাধুরী ॥
ধন কি যৌবন, সকলি তো অকারণ,
ভাটায় সুথায়ে যাবে জোয়ারের বাড়ী ॥
তুমি কিসের গুমান কর, ওলো সুন্দরী ॥

(রসিকের গান)

তোমার কেমন সুন্দর খিলি দেও খেয়ে দেখি ॥ (ও বিধুমুখী)
না দেও খিলি নব বালা, না কর চাতুরী খেলা,
হায়২ ঘটালে বিষম জ্বালা, প্রাণ ত্যজিব প্রাণ সখী ॥ (ও বিধুমুখী)
কথা-রাখ ও যুবতী, কান্দাইওনা মন প্রতি,
তুমি গোপনে কর পিরীতি, ঘুমাই রাখ দুই আখি ॥ (ও বিধুমুখী)

(রসিকের গান—তাল খেমটা)

পুরুষের কঠিন হৃদয়, ভাল রূপে আমি জানি।
সদায় আখির ছলে, ভুলায় ভুলে কামিনী ॥
প্রথমেতে এসে ঘরে, আকাশের চান্দ দেও ধরে,
শেষে ভাষায় সাগরে, ফাকি দিয়ে যায় সজনি ॥

(রসিকের গান—তাল একতালা)

যুবতি যুবতি জাক যামিনী যে যায়রে।
মদন সাম্নে কেবা নিশিতে ঘুমায়রে ॥
আহারে গোলাব ফুল, সৌরভে করে আকুল,
কালি যে শুখায়ে যাবে, কে তাহারে চায়রে ॥
সুখ তারা প্রকাশিলে, বিভাবরি প্রভাবিলে,
সুখ হারা হবে পুনঃ বিরহেরি দায়রে ॥

(রসিকের গান—তাল আড়া খেমটা)

যাও পাখী বল তারে, সে যেন ভুলেনা মোরে।
এ জনমের মত এ প্রাণ সপেছি তার করে করে ॥
এমনি ভাবে বলবে কথা, শুনে য়েন রবেনা সেথা,
আমি যে রহেছি হেথা, বন্ধুর আশায় আশা ধরে ॥
আর এক কথা মনে করে, বল বল, বল তারে ॥
ফুল কুমারি প্রাণে মরে, তোমায় না নয়নে হেরে ॥

(রসিকের গান—তাল তেতালা)

মনের মত মানুষ যদি পাই, তার ছায়ায় বসে প্রাণ জুড়াই।
মুখে মুখে বুকে বুকে, থাকি আমি সদায় সুখে,

পিরীতি করে দুজনাতে, তার ভাবেতে যোগাই ॥
সে জনা দুজনা মিলে, থাকব আমি সকল ভুলে,
মত্ত হয়ে ভূমণ্ডলে, আমি প্রেমের পথে চলে যাই ॥

(রসিকের গান—তাল যৎ ।
যাও যাও ফিরে যাও মন বাধা যেথানে ।
পরেরি পরাণ তুমি, কেনে এলে এখানে ॥
তুমি এলে এখানে, সে যদি তা শুনে কানে ।
বিচ্ছেদ হবে মরণ প্রাণে, সে মরিবে পরাণে ॥

(চানক্য পণ্ডিতের শ্লোক সংস্কৃত ভাষায়)

১। ন বিশ্বসেদ্ বিশ্বস্তং মিত্রঞ্চ নাতি বিশ্বেসেৎ ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্ব্বদোষং প্রকাশয়েৎ ॥

অর্থ। অবিশ্বস্ত জনেরে বিশ্বাস না করিবে ॥ মিত্রকে বিশ্বাসী কথা কভু না কহিবে ❁ কি জানি কখন যদি মিত্র রুষ্ট হয় ॥ গুপ্ত দোষ প্রকাশিয়া প্রমাদ ঘটায় ❁

২। জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান বান্ধবান ব্যসনাগমে ।
মিত্রমাপৎকালে চৈব ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ॥

অর্থ। কর্ম্মকালে জানিবেক ভৃত্য ব্যবহার ॥ বন্ধুর পরীক্ষা লবে দুঃখ কালে আর ❁ বিপদেই জানিবেক মিত্রের মিত্রতা ॥ ধন ক্ষয়ে জানিবেক স্ত্রী আত্মীয়তা ❁

৩। নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণীনাম্ ।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥

অর্থ। নদীকে বিশ্বাস না করিবে কদাচন ॥ নখী আর শৃঙ্গি ধারী অবিশ্বাসী হন ❁ অস্ত্রধারী অবিশ্বাসী নিকটে না যাবে ॥ নারীকে রাজাকে নাহি বিশ্বাস করিবে ❁

৪। —পরদ্বারং পরদ্রব্যং পরিবাং পরশ্যচ ।
পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপল্যঞ্চ বিবের্জ্জয়েৎ ॥

অর্থ। পরদার পরদ্রব্য পর পরিবাদ ॥ পরিত্যাগ করিবেক নতুবা প্রমাদ ❁ গুরু লোক সম্মুখে চাপল্য পরিহাস ॥ যে করে তাহাকে লোকে করে উপহাস ❁

৫। পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্ ॥

অর্থ। পুস্তকে লিখিতে বিদ্যা মুখে নাহি আসে॥ ধন আছে বটে কিন্তু আছে পরবসে ❀ আচম্বিতে কার্য্য যদি হয় উপস্থিত ॥ সে বিদ্যা সেক্ষণে হিত না হয় কিঞ্চিৎ ❀

৬। নদীকূলে স্থিতো বৃক্ষঃ পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যং স্ত্রীগোচরং যৎ স্যাৎ সর্ব্বং তদ্ বিফলং ভবেৎ॥

অর্থ। নদী তীর বৃক্ষ পর হস্তগতঃ ধনঃ॥ স্ত্রী লোকের হাতে কোন কার্য্য সমর্পন ❀ এতিন বিফল হয় নাহিক সন্দেহ॥ অতএব এই কার্য্য না করিবে কেহ ❀

৭। যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পনঃ কিং করিষ্যতি॥

অর্থ। বুদ্ধি নাই যার তারে শাস্ত্র কি করিবে॥ অন্ধেরে দর্পন দিলে কি লাভ হইবে ❀

৮। বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

অর্থ। বিদ্বান আর রাজা না হয় সমান॥ যে করে সমান জ্ঞান সে বড় অজ্ঞান ❀ কেবল আপন দেশে রাজা পূজ্যবান॥ স্বদেশে বিদেশে বিদ্বানের সম্মান ❀

৯। একেনাপি সুবৃক্ষেন পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাস্যতে তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

অর্থ। যে বনে সুবৃক্ষে থাকে সুগন্ধি পুষ্পিত॥ সর্ব্ব বন করে তার গন্ধে আমোদিত ❀ বংশেতে সুপুত্র যদি থাকে একজন॥ সে বংশে উজ্জল হয় তাহার কারণ ❀

১০। হেলা স্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নিঃস্বতা।
যাচ্ঞা স্যান্মাননাশায় সর্ব্বনাশায় কুক্রিয়া॥

অর্থ। হেলাতে না হয় কোন কার্য্য সিদ্ধি ভাই॥ দরিদ্র হইলে তার বুদ্ধি থাকে নাই ❀ যাচ্ঞা করিতে গেলে মান থাকে কিসে॥ কুলিনের কুল নষ্ট ভোজনের দোষে ❀

১১। সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্ ॥

অর্থ। কৃষি কর্ম্ম যে করে সুভিক্ষ্য নিত্য তার ॥ নিত্য সুখ তার রোগ নাহি যার ❀ মনোনিত প্রিয়সী যাহার স্ত্রী হয় ॥ মহৎসব রয় নিত্য তাহার আলয় ❀

১২। সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥

অর্থ। ফলবান মহাবৃক্ষ ছায়াতে শোভিত ॥ তাহার আশ্রয় করা সেই যে উচিৎ ❀ যদ্যপি তাহার ফল না মিলে দৈবাৎ ॥ ছায়া পাইবার কোন না দেখি ব্যাঘাৎ ❀

১৩। প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনম্।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষতি ॥

অর্থ। প্রথমে বয়সে বিদ্যা না করে অর্জ্জন ॥ দ্বিতীয়েতে নাহি করে ধন উপার্জ্জন ❀ তৃতীয়েতে নাহি করে পুণ্যের সঞ্চার ॥ সে জন চতুর্থ কালে কি করিবে আর ❀

১৪। বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশ তৈরপী।
একচন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা তারাগনৈরপী ॥

অর্থ। গুণবান এক পুত্র সেই আনন্দিত ॥ মূর্খ শত পুত্রে কার্য্য না হয় কিঞ্চিৎ ❀ এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে ॥ লক্ষ২ তারা দেখ কি করিতে পারে ❀

১৫। দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চৈন্নেতদ্‌ বিশ্বাস কারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি তস্য হলাহলম্ ॥

অর্থ। দুর্জ্জন যদ্যপি কহে মধুর বচন ॥ বিষময় হয় সে তাহার হৃদয় করণ ❀ দুর্জ্জনের জিহ্বাগ্রে হয় মধুময় ॥ বিষময় হয় সে তাহার হৃদয় ❀

১৬। সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ!
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥

অর্থ। সর্প দুষ্ট খল দুষ্ট, দুষ্ট দুই জন ॥ সর্প হতে খল দেখ অধিক দুর্জ্জন ❀ ঔষধি মন্ত্রেতে বশ হয় ভুজঙ্গম ॥ খলকে করিতে বশ নাহি কোন ক্রোম ❀

১৭। ধনিক শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং না কারয়েৎ ॥

অর্থ। ধনি আর ক্ষেত্রী রাজা নদী কবিরাজ ॥ এই পঞ্চ নাহি থাকে সে গ্রামের মাঝ ❁ সে গ্রামে নিবাস না করিবে শিষ্ট জন॥-পিপাসে বিনাস ঘটে শাস্ত্রের লিখন ❁

১৮। ঘৃত কুম্ভ সোমা নারী তৃপ্তাঙ্গার সমঃ পুনঃ পুমান।
তস্মাদ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকিত্র স্থাপয়েদ বুধঃ ॥

অর্থ। ঘৃত কুম্ভ সমান যুবতী নারী জন ॥ জলন্ত অঙ্গার সম পুরুষ তেমন ❁ সেই হেতু ঘৃত আর অগ্নি এক স্থান॥ না রাখিবে রাখিলে প্রমাদ বিদ্যমান ❁

১৯। অবংশঃ পতিতো রাজা মুর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
নির্ধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃনবন্মন্যতে জগৎ ॥

অর্থ। নিকৃষ্টের পুত্র যদি পায় রাজ্য ভার॥ সুপণ্ডিত হয় যদি মুর্খের কুমার ❁ নিরধনি পাইলে ধন করে অলঙ্কার॥ তৃণ সম জ্ঞান করে সকল সংসার ❁

২০। উপকার গৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কন্টকেনৈব কন্টকম ॥

অর্থ। উপকারে বস এক শত্রুকে করিবে॥ তাহার দ্বারায় অন্য শত্রুকে বধিবে ❁ যেমন কন্টক এক করেতে ধরিয়া ॥ পদ বিদ্ধ কন্টকের তুলে তাহা দিয়া ❁

২১। লুব্ধমর্থেন গৃহ্ণীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলি কর্ম্মণা ॥
মুর্খং ছন্দানুবৃত্তেন তথা সত্যেন পণ্ডিতম্ ॥

অর্থ। লোভিকে করিবে বশীভুত ধন দিয়া॥ ক্রুধিকে আনিবে বসে বিনয় করিয়া ❁ মুর্খেরে সাধিবে তার মত কদাচারে॥ তুষিবেক পণ্ডিতেরে সত্য ব্যবহারে ❁

২২। শুষ্ক মাংশ স্ত্রীয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্ত তরুনং দধিং।
প্রভাতে মৈতুথুন নিদ্রা শস্য প্রাণ হারানিস্ট ॥

অর্থ। শুষ্ক মাংশ আর বৃদ্ধানারী সহরতী ॥ সরত কালীন-রোদ্রে দধি অমুল্য অতি ❁ প্রভাতে মৈথুন আর নিদ্রা এই ছয়॥ শীঘ্র প্রাণ হরণ করয় এ নিশ্চয় ❁

——:] সমাপ্ত [:——

সুচিপত্র আরম্ভ।

সুচিপত্র সমাপ্ত।

বিণীত—
এম, আবদুল লতিফ, আবদুল হামিদ।
পোঃ চকবাজার, ঢাকা।